BCS প্রিলিমিনারি

লেকচার ৯

Lecture Content

আধুনিক যুগ-৪

- ☑ রবীন্দ্র পরবর্তী সাহিত্য
  - ♦ রবীন্দ্র পরবর্তী উপন্যাস
  - ♦ ছোটগল্প প্রবন্ধ
- ☑ রবীন্দ্র পরবর্তী কবিতা
- ☑ রবীন্দ্র পরবর্তী নাটক

Content Discussion

শিক্ষক ক্লাসে নিচের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথমে বুঝিয়ে বলবেন।

রবীন্দ্র পরবর্তী সাহিত্য

উপন্যাস, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর রচিত সাহিত্য মধুর ও কাব্যধর্মী ভাষায় অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন সত্তায় ধারণ করেছে প্রকৃতি ও নিম্নশ্রেণির মানবজীবন। তাঁর ছোটগল্পগুলোর মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে গীতিকবির ব্যক্তিত্ব।

- ✓ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে চব্বিশ পরগনার মুরারিপুর গ্রামে (মাতুলালয়) জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস চব্বিশ পরগনার ব্যারাকপুর গ্রামে।
- ✓ তিনি 'চিত্রলেখা' (১৯৩০) পত্রিকা এবং হেমন্তকুমার গুপ্তের সাথে 'দীপক' (১৯৩০), পত্রিকা সম্পাদন করেন।
- ✓ ১৯২১ সালে প্রবাসী পত্রিকায় 'উপেক্ষিত' নামক গল্প প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।
- ✓ তিনি ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ সালে (১৫ কার্তিক, ১৩৫৭) বিহারের ঘাটশীলায় মারা যান।

প্রশ্ন: তাঁর রচিত উপন্যাসসমূহ কী কী?

উত্তর: 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯): এটি তাঁর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এটি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় অনূদিত। মূল চরিত্র: অপু, দুর্গা। উপন্যাসটি তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা: বল্লালী বালাই, আম আঁটির ভেঁপু ও অক্রুর সংবাদ। সত্যজিৎ রায় এ উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

'অপরাজিত' (১৯৩১): এটিকে 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড বলা হয়। উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে মাসিক 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে

(১৩৩৮)। 'আলোক সারথী' নামে এ উপন্যাসটির প্রথম নামকরণ করা হয়েছিল। উপন্যাসের নায়ক অপুর শৈশব ও কৈশোর জীবন, মা সর্বজয়ার মৃত্যু, অপর্ণার সাথে বিবাহ ও শিশুপুত্র কাজলের মাধ্যমে পুনরায় প্রিয় শৈশবের প্রিয় গ্রাম নিশ্চিন্দিপুরের স্মৃতিমন্থন এ উপন্যাসের মূল কাহিনি। অপরাজিত উপন্যাসের একটি অংশ নিয়েই সত্যজিৎ রায় 'অপুর সংসার' সিনেমা তৈরি করেছেন।

'দৃষ্টিপ্রদীপ' (১৯৩৫): অবাস্তব ও অধিবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি এর কাহিনি।

'আরণ্যক' (১৯৩৮): এ উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে অরণ্যাচারী মানুষের জীবন। ভাগলপুরের নিকটবর্তী বনাঞ্চলের মানুষের জীবনের সাথে প্রকৃতির সম্পর্কের টানাপোড়েন, বিচিত্র চরিত্র, তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ এ উপন্যাসের মূল কাহিনি।

'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৯৪০): এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হাজারী ঠাকুরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে প্রতিষ্ঠা লাভ এবং মানুষের ভালোবাসা অর্জনের কাহিনিই এ উপন্যাসের মূল বিষয়।

'অনুবর্তন' (১৯৪২): বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তি অভিজ্ঞতার রূপায়ণ এ উপন্যাস। গ্রামের মানুষের মধ্যে সামান্য স্বার্থ নিয়ে দলাদলি এবং পরিণামে ট্র্যাজিক পরিণতিই এ উপন্যাসের মূল সুর।

'দেবযান' (১৯৪৪) : এটি প্রেমতত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্ব ভিত্তিক উপন্যাস। অবাস্তব ও অধিবাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গি এর কাহিনি ও চরিত্রবিন্যাসের নিয়ামক।

'ইছামতি' (১৯৪৯) : ইছামতি নদীর তীরবর্তী গ্রামে প্রচলিত সংস্কার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নারী জাগরণ, ইংরেজ শাসকদের প্রভাবে কৃষিনির্ভর বাঙালির বাণিজ্য চেতনা এবং নীলচাষের প্রতিবাদ, নদীর তীরবর্তী মানুষের জীবনকথা এ উপন্যাসের আলেখ্য। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এ উপন্যাসের জন্য 'রবীন্দ্র পুরস্কার' (মরণোত্তর) লাভ করেন।

[বাজারের অন্যান্য বইয়ে উপন্যাসটির প্রকাশকাল দেওয়া হয়েছে ১৯৫০। কিন্তু 'বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান' এ দেওয়া হয়েছে ১৯৪৯।]

'অশনি সংকেত' (১৯৫৯): এ উপন্যাসটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রচিত। এটি ধারাবাহিকভাবে মাতৃভূমি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

[বাজারে প্রচলিত বইয়ে বলা হয়েছে যে, ঋত্বিক ঘটক এ উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। প্রকৃতপক্ষে সত্যজিৎ রায় এ উপন্যাস অবলম্বনে ১৯৭৩ সালে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এ চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য বাংলাদেশের চিত্রনায়িকা ববিতাকে চলচ্চিত্রে ডক্টরেট ডিগ্রি দেয়া হয়।]

'বিপিনের সংসার' (১৯৪১), 'দম্পতি' (১৯৫২)।

পথের পাঁচালী (উপন্যাস)	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পথের দাবী (উপন্যাস)	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রশ্ন: 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উত্তর: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯)। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা' পত্রিকায়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় সজনীকান্ত দাসের রঞ্জন প্রকাশনালয়, কলকাতা থেকে। ভাগলপুরে চাকরি করার সময় তিনি এ উপন্যাস রচনা করেন। এ উপন্যাসের পটভূমিতে আছে বাংলাদেশের গ্রাম ও পরিচিত মানুষের জীবন। বল্লালী বালাই, আমআঁটির ভেঁপু ও অক্রুর সংবাদ নামে তিনটি ভাগে বিভক্ত এ উপন্যাস। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের প্রধান অংশই হলো একটি শিশুর চৈতন্যের জাগরণ, প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে শিশুর বেড়ে ওঠা। মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে তাদের পরিচয়। বিশ শতকের শুরুর দিকে বাংলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে অপু, অপুর বাবা হরিহর রায়, মা সর্বজয়া, বোন দুর্গা ও দূর সম্পর্কের পিসি ইন্দির ঠাকরুন নিয়ে তাদের জীবন যাত্রার কথাই এই উপন্যাসের মূখ্য বিষয়। দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করে তাদের দিন কাটে। অপু ও দুর্গার মধ্যে খুবই ভাব। তারা কখনো চুপচাপ গাছতলায় বসে থাকে, আবার কখনো মিঠাইওয়ালার পিছে পিছে ছোটে, কখনো ভ্রাম্যমান বায়োস্কোপ দেখে। একদিন তারা বাড়িতে না বলে ট্রেন দেখার জন্য অনেক দূরে চলে যায়। ভাল কাজের আশায় অপুর বাবা শহরে গেলে তাদের অভাব বেড়ে যায়। এর মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজে দুর্গার জ্বর হয় এবং চিকিৎসার অভাবে দুর্গা মারা যায়। পরে হরিহর বাড়ি ফিরে এলে জীবিকার সন্ধানে পৈতৃক ভিটা ছেড়ে কাশীর পথে যাত্রা শুরু করে। কাশীতে গিয়ে বসবাস শুরু করার কিছুদিন পর হরিহর মারা গেলে মা সর্বজয়া অন্যের বাড়িতে রান্নার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু অপুর মন পড়ে থাকে নিশ্চিন্দিপুরে। উল্লেখযোগ্য চরিত্র: অপু, দুর্গা, সর্বজয়া, ইন্দির ঠাকরুন। এ উপন্যাসটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, 'এই বইখানিতে পেয়েছি যথার্থ গল্পের স্বাদ। এ থেকে শিক্ষা হয়নি কিছুই। দেখা হয়েছে অনেক যা পূর্বে এমন করে দেখা দেখিনি।'

প্রশ্ন: 'অপরাজিত' উপন্যাস সম্পর্কে লিখুন:

অপরাজিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য সৃষ্টি। এই উপন্যাসের প্রধান পটভূমি কলকাতা।

কলকাতার কলেজ-জীবনে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত লড়াই করতে হয়েছে অপুকে। এখানে জীবনের দাবি ক্রমশ তীব্রতর হয়েছে, জীবন হয়ে উঠেছে সংগ্রাম মুখর। অপু ও তার সহপাঠীদের চরিত্রের মধ্য দিয়ে শিল্পী কলকাতা শহরের বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের একটা গোটা প্রজন্মের মানচিত্র উপস্থিত করেছেন। এর ঠিক পরবর্তী স্তরে অপুর জীবনে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল– তার মায়ের মৃত্যু ও তার বিয়ে। অপু অপর্ণার সাহচর্যে একটা ক্ষণস্থায়ী শান্তির নীড় রচনার চেষ্টা

করেছিল, কিন্তু অপর্ণার আকস্মিক মৃত্যু তার মনকে শূন্যতার পাষাণ ভারে অভিভূত করেছে। শিল্পীর সমগ্র শিল্পী-সত্তা যেন অপু চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত। অপুর জীবনবোধ বিকাশের জন্য অপর্ণা, লীলা এরা সবাই উপন্যাসে পদচারণ করেছে।

'পথের পাঁচালী'তে অপুর যে চেতনার প্রসার যে চেতনা নিশ্চিন্দিপুরের পল্লিজগৎ কে নিয়ে। অপরাজিত যে পথের জীবন সংগীত, সে পথ শহরের পথ, সংগ্রামের পথ। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অপু জীবনকে পেয়েছে বলেই এর নাম অপরাজিত। এখানে অপু অনেক পরিবর্তিত। তার মা সর্বজয়ারও মনে হয়েছে: "পুরাতন অপু যেন আর নেই। অপু তো এরকম মাথা পিছনের দিকে হেলাইয়া কথা বলিত না? সে তো পকেটে হাত পুরিয়া এভাবে সোজা হইয়া দাঁড়াইত না।"

প্রশ্ন: 'অশনি সংকেত' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উত্তর: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করুণ ফল ১৩৫০ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষ। আর এ দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস কিভাবে শান্ত প্রকৃতির আবহমান গ্রাম বাংলায় প্রভাব বিস্তার করে, তারই নিখুঁত চিত্রের বর্ণনা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশনি সংকেত' (১৯৫৯) উপন্যাস। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে ১৯৪৪-৪৬ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে মাসিক 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের গ্রাম ব্যারাকপুর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং বনগ্রাম মহকুমা শহর এ উপন্যাসের ক্ষেত্রভূমি। অতিরিক্ত মুনাফার লোভে বাঙালি কৃষিজীবীরা কেমন হন্যে হয়ে উঠেছিল, তারই প্রামাণ্য চিত্র এ উপন্যাস। 'অনঙ্গবৌ' নামের চরিত্রটি বাঙালির প্রতিদিনের সুখ-দুঃখময় সংসারেও খুঁজে পাওয়া যায়।

আরণ্য জনপদে (প্রবন্ধ)	আবদুস সাত্তার
আরণ্য সংস্কৃতি (প্রবন্ধ)	আবদুস সাত্তার
আরণ্যক (উপন্যাস)	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশ্ন: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যান্য রচনাবলি কী কী?

উত্তর: ছোটগল্প: 'মেঘমাল্লার' (১৯৩১), 'মৌরীফুল' (১৯৩২), 'যাত্রাবদল' (১৯৩৪), 'কিন্নির দল' (১৯৩৮), পুঁইমাচা'।

আত্মজীবনী: 'তৃণাঙ্কুর' (১৯৪৩)

ভ্রমণকাহিনি: 'অভিযাত্রিক', 'বনে পাহাড়ে', 'হে অরণ্য কথা কও'।

প্রশ্ন: 'গোরক্ষিণী সভা' কী?

উত্তর: ১৮৯৩ সালে ভারতে গরু রক্ষার জন্য যে মিশন শুরু হয় তাকে 'গোরক্ষিণী সভা' বলে। এ সভার প্রতিষ্ঠাতা মহারাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িক নেতা গঙ্গাধর তিলক। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'গোরক্ষিণী সভা'র ভ্রাম্যমান প্রচারক হিসেবে বাংলা, আসাম, ত্রিপুরা ও আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করে এর পক্ষে জনমত তৈরি করেন।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

০১. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পথের পাঁচালী' একটি–
ক. নাটক খ. ভ্রমণকাহিনি
গ. গল্প ঘ. উপন্যাস **ঘ**

০২. 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের রচয়িতা–
ক. প্যারীচাঁদ মিত্র খ. বনফুল
গ. সত্যজিৎ রায় ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় **ঘ**

০৩. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশকাল–
ক. ১৯১৯ খ. ১৯২৯
গ. ১৯৩৯ ঘ. ১৯৪৯ **খ**

০৪. 'অপরাজিত' উপন্যাসের লেখক–
ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. শহীদুল্লা কায়সার ঘ. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় **ক**

০৫. 'আরণ্যক' কার রচনা?
ক. বুদ্ধদেব বসু খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় **ঘ**

০৬. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস কোনটি?
ক. পদশব্দ খ. আরণ্যক
গ. রজনী ঘ. অসম বৃক্ষ **খ**

০৭. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস কোনটি?
ক. ইছামতি খ. ময়ূরকণ্ঠী
গ. ধূপছায়া ঘ. সংকর সংকীর্তন **ক**

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)

তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'হাসুলী বাঁকের উপকথা'। তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসগুলো হলো গণদেবতা, ধাত্রীদেবতা, পঞ্চগ্রাম। তাঁর আরও কয়েকটি উপন্যাস হলো- চৈতালী ঘূর্ণি, কালিন্দী, কবি, আরোগ্য নিকেতন প্রভৃতি।

তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলো হলো জলসাগর, রসকলি, বেদেনী, ডাক হরকরা।

ছোটগল্প: জলসাঘর (১৯৩৭), বেদেনী (১৯৪০), পাষাণপুরী, নীলকণ্ঠ, ছলনাময়ী।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের রচয়িতা–
ক. প্যারীচাঁদ মিত্র
খ. বনফুল
গ. সত্যজিৎ রায়
ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় **ঘ**

২. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশকাল–
ক. ১৯১৯ খ. ১৯২৯
গ. ১৯৩৯ ঘ. ১৯৪৯ **খ**

৩. 'আরণ্যক' কার রচনা?
ক. বুদ্ধদেব বসু খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় **ঘ**

৪. 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' কার লেখা?
ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
খ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় **গ**

৫. মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?
ক. একটি কালো মেয়ের কথা খ. তেইশ নম্বর তৈলচিত্র
গ. আয়নামতির পালা ঘ. ইছামতী **ক**

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)

তিরিশোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলো স্বতন্ত্র ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বিজ্ঞানমনস্ক এ লেখক মানুষের মনোজগৎ তথা অন্তর্জীবনের রূপকার হিসেবে সার্থকতা দেখিয়েছেন। শরৎচন্দ্র ও কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের পর বাংলা সাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিকতা ও মনোবিশ্লেষণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রগণ্য।

✓ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯ মে, ১৯০৮ সালে বিহারের সাঁওতাল পরগনার দুমকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস- মুন্সীগঞ্জের বিক্রমপুরের মালবদিয়া গ্রাম।

✓ তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাক নাম মানিক। জন্মপঞ্জিকায় নাম অধরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

✓ তিনি প্রথমদিকে ফ্রয়েডীয়, পরবর্তীতে মার্কসিজম মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। মার্কসবাদী ঔপন্যাসিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

✓ তিনি ১৯৪৪ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে সদস্যপদ লাভ করেন।

✓ তিনি 'নবারুণ' পত্রিকার সম্পাদক ও 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সহসম্পাদক ছিলেন।

✓ লেখালেখিই ছিল তার প্রধান পেশা ও নেশা। এ জন্য তাকে 'কলম পেশা মজুর' বলা হয়।

✓ তিনি ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৬ সালে মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

প্রশ্ন: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত প্রথম প্রকাশিত গল্প কোনটি?

উত্তর: 'অতসী মামী' (বাংলা-১৩৩৫): এটি ডিসেম্বর, ১৯২৮ এবং জানুয়ারি, ১৯২৯ সালে পৌষ সংখ্যা 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ গল্পেই তিনি মানিক নামটি প্রথম ব্যবহার করেছেন।

ফলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাউনিতে প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামটি ঢাকা পড়ে যায়।

ছোটগল্প	চরিত্র
আত্মহত্যার অধিকার	নীলমণি, শ্যামা।
প্রাগৈতিহাসিক	ভিখু, পাঁচি, বৈকুণ্ঠ সাহা, প্লেহ্লাদবাগদী।
সরীসৃপ	চারু, বনমালী, পরী।
কুষ্ঠরোগী বৌ	যতীন, মহাশ্বেতা।
আজকাল পরশুর গল্প	মুক্তা, রামপদা।
ছোট বকুলের যাত্রী	দিবাকর, আন্না।
সমুদ্রের স্বাদ	নীলা, অনাদি।

প্রশ্ন: মানিকের উপন্যাসসমূহ কী কী?

উত্তর: 'জননী' (১৯৩৫): এটি তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস। এটি নারীর জননী-জীবনের নানা স্তর এবং সন্তানের সঙ্গে জননীর সম্পর্কের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস। চরিত্র: শ্যামা।

'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৩৬): জেলেদের দৈনন্দিন জীবনের চালচিত্র এর উপজীব্য। **চরিত্র:** কুবের, কপিলা, মালা, হোসেন মিয়া। উর্দু কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের চিত্রনাট্য ১৯৫৮ সালে এ.জে কারদার পরিচালিত উর্দু ছবি 'জাগো হুয়া সাবেরা' নামে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। এটি নিয়ে গৌতম ঘোষ ১৯৯২ সালে 'পদ্মা নদীর মাঝি' নামে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

উপন্যাস	চরিত্র
পুতুলনাচের ইতিকথা	শশী, কুসুম, কুমুদ, মতি।
দিবারাত্রির কাব্য	হেরম্ব, আনন্দ।
অহিংসা	বিপিন, সদানন্দ, মহেশ চৌধুরী, মাধবী।
শহরতলী	যশোদা, মতি, সুধীর, জগৎ, ধনঞ্জয়।
অমৃতস্য পুত্রা	বীরেশ্বর, শ্যামলাল, অনুপম।
পদ্মানদীর মাঝি	কুবের, কপিলা, মালা, রাসু।
জননী	শ্যামা, শীতল।

'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬): কলকাতার এক সাধারণ গ্রাম গাওদিয়া, তার সাধারণ মানুষ নিয়ে এ উপন্যাসের পটভূমি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অন্তর্গত টানাপোড়েন ও অস্তিত্ব সংকট শশী চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত। লোকায়ত ভাষায় প্রেম নিবেদন করে কুসুম, কিন্তু শশীর কাছ থেকে সাড়া না পাওয়ায় তার আত্মিক মৃত্যু ঘটে। এ উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্র ক্রিয়াশীল থাকলেও তারা চারিত্রিক দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়াতে পারেনি, পুতুলের মতো অন্যের অল্প ধাক্কাতেই চালিত হয়েছে। এটি মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস।

চরিত্র: শশী, কুসুম।

'অমৃতস্য পুত্রা' (১৯৩৮): এটি পারিবারিক ও দাম্পত্য সমস্যামূলক উপন্যাস।

'শহরতলী' (১৯৪০): নিম্ন মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণির মানুষের জীবনের কাহিনি ও সেই সাথে প্রবৃত্তির নিরাবরণ প্রকাশ, মানুষের আচরণের বলিষ্ঠতা ও কপটতা, ঈর্ষার রূপায়ণ এ উপন্যাসের মূল সুর।

'অহিংসা' (১৯৪১): মানুষ যে অজ্ঞাতসারে অনেক অহিংস কাজ করে অথবা হিংসার সাথে অহিংসা যে মানুষের মধ্যে জড়িত থাকতে পারে, এটি নিয়েই উপন্যাসের কাহিনি বিস্তৃত।

'আরোগ্য' (১৯৫৩): 'সামাজিক কারণেই মানুষ মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়' এ তত্ত্বকে ধারণ করেই তিনি রচনা করেন এ উপন্যাসটি।

অন্যান্য উপন্যাস:

'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫), 'শহরবাসের ইতিকথা' (১৯৪৬), 'চিহ্ন' (১৯৪৭), 'চতুষ্কোণ' (১৯৪৮), 'জীয়ন্ত' (১৯৫০), 'সোনার চেয়ে দামী' (১৯৫১), 'স্বাধীনতার স্বাদ' (১৯৫১), 'ইতিকথার পরের কথা' (১৯৫২), 'আরোগ্য' (১৯৫৩), 'হরফ' (১৯৫৪), 'হলুদ নদী সবুজ বন' (১৯৫৬), 'মাশুল' (১৯৫৬)।

প্রশ্ন: 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উত্তর: পদ্মা পরবর্তী ধীবর-জীবনকে ভিত্তি করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন বিখ্যাত উপন্যাস 'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৩৬)। যৌবনাকাঙ্ক্ষার সাথে উদরপূর্তির সমস্যার ভিত্তিতে তিনি এ উপন্যাসটি রচনা করেন। উপন্যাসটি ১৯৩৪ সাল থেকে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কুমিল্লার 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ধারবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রকৃতি ও মানুষের হাতে নির্যাতিত পদ্মা তীরবর্তী কেতুপুর গ্রামের ধীবর সম্প্রদায়ের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, ভালোবাসা, হিংসা, অসহায়তা ও আত্মরক্ষার তীব্র জৈবিক ইচ্ছার কাহিনি, গরীব মানুষের বেঁচে থাকার আগ্রহ ও সাহস, সেই সাথে হোসেন মিয়া নামক এক রহস্যময় ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি এ উপন্যাসটির মূল বিষয়।

প্রশ্ন: মানিকের গল্পগ্রন্থসমূহ কী কী?

উত্তর: 'অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প' (বাংলা-১৩৩৫), 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৩৭), 'মিহি ও মোটা কাহিনি' (১৯৩৮), 'সরীসৃপ' (১৯৩৯), 'সমুদ্রের স্বাদ' (১৯৪৩), 'বৌ' (১৯৪৩), 'ভেজাল' (১৯৪৪), 'হলুদ পোড়া' (১৯৪৫), 'আজকাল পরশুর গল্প' (১৯৪৬), 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' (১৯৪৯), 'ফেরিওয়ালা' (১৯৫৩)।

প্রশ্ন: মানিকের অন্যান্য রচনাবলি কী কী?

উত্তর: গল্প: 'প্রাগৈতিহাসিক' (চরিত্র: ভিখু, পাঁচি), 'আত্মহত্যার অধিকার'।

প্রবন্ধ: 'লেখকের কথা' (১৯৫৭)।

নাটক: 'ভিটেমাটি' (১৯৪৬)।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

০১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন বাদ বা ইজম দ্বারা প্রভাবিত?

ক. রোমান্টিসিজম খ. ক্লাসিসিজম
গ. মার্কসিজম ঘ. পোস্ট মর্ডানিজম **গ**

০২. প্রবোধকুমার কোন সাহিত্যিকের প্রকৃত নাম?

ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. বুদ্ধদেব বসু **ক**

০৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস কোনটি?

ক. জননী খ. ময়ূরকণ্ঠী
গ. রাতের সমুদ্র ঘ. অরণ্যের সুর **ক**

০৪. 'পদ্মানদীর মাঝি' কার লেখা?

ক. মুনীর চৌধুরী খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় **খ**

০৫. 'পদ্মা নদীর মাঝি' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি–

ক. উপন্যাস খ. ভ্রমণকাহিনি
গ. রম্যরচনা ঘ. নাটক **ক**

০৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসটির প্রকাশকাল–

ক. ১৯৩৬ খ. ১৯১৩ গ. ১৯২৬ ঘ. ১৯৪৬ **ক**

০৭. 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের উপজীব্য হলো–

ক. চরবাসীদের দুঃখী জীবন
খ. জেলে জীবনের বিচিত্র সুখ দুঃখ
গ. চাষী জীবনের করুণ চিত্র
ঘ. মাঝি-মাল্লার সংগ্রামশীল জীবন **খ**

০৮. 'পুতুলনাচের ইতিকথা' কার রচনা?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় খ

০৯. 'দিবারাত্রির কাব্য' কার লেখা উপন্যাস?

ক. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খ. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ

১০. 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গ্রন্থটির রচয়িতা–

ক. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় খ

১১. 'আত্মহত্যার অধিকার' কার লেখা?

ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ

১২. 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের রচয়িতা কে?

ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. আবু জাফর শামসুদ্দীন ঘ. শওকত ওসমান ক

১৩. 'দিবারাত্রি'-র কাব্য একটি–

ক. উপন্যাস খ. কবিতার বই
গ. বাড়ির নাম ঘ. নাটক ক

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) ত্রিশের দশকের কবি। তিনি 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

কাব্যগ্রন্থ : মর্মবাণী, বন্দীর বন্দনা, কঙ্কাবতী, মরচে পড়া পেরেকের গান ইত্যাদি। তাঁর উপন্যাস- তিথিডোর, নির্জন স্বাক্ষর; প্রবন্ধ- হঠাৎ আলোর ঝলকানি, কালের পুতুল; নাটক- তপস্বিনী ও তরঙ্গিনী।

পঞ্চপাণ্ডব- জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী- এরা ৫ জন হলেন ত্রিশের দশকের কবি। এরা উচ্চ শিক্ষিত, পাঁচজনই ইংরেজির ছাত্র এবং অরাবীন্দ্রিক কাব্যবলয় নির্মাণের চেষ্টা করে সফল হয়েছিলেন। এরা বাংলা সাহিত্যে 'পঞ্চপাণ্ডব' নামে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১

উপন্যাস: লালসালু (১৯৪৮), চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪), কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৮৬৮)।

✪ **লালসালু:** সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রথম 'লালসালু' (১ম প্রকাশ ১৯৪৮, ২য় প্রকাশ ১৯৬০) উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বাংলাদেশের সাহিত্যে যে সব উপন্যাস প্রবল আলোড়ন তুলতে সমর্থ হয়েছে 'লালসালু' তাদের মধ্যে অন্যতম। গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে এ উপন্যাস রচিত। ধর্মের নামে স্বার্থান্ধ মানুষের কার্যকলাপ এখানে রূপলাভ করেছে। গ্রাম-বাংলার বাস্তব চিত্র অঙ্কনে এ উপন্যাসটি অত্যন্ত মূল্যবান। এ উপন্যাসে ধর্মীয় ভণ্ডামির নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'মজিদ' লালসালু উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। ধর্মকে ব্যবহার করে মজিদ কীভাবে গ্রামের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করল এবং ধর্মব্যবসার ভিত্তি রচনা করল- এটাই 'লালসালু' উপন্যাসের উপজীব্য।

চরিত্র: মজিদ, খালেক ব্যাপারী, জমিলা, রহিমা, হাসুনীর মা, আক্কাস।

✪ কাঁদো নদী কাঁদো : ১৯৬৮ সালে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত চেতনা প্রবাহরীতির একটি উপন্যাস।

বৈশিষ্ট্য: আঙ্গিক প্রকরণে পাশ্চাত্যের প্রভাব থাকলেও এর সমাজজীবন, পরিবেশ ও চরিত্রাদি স্বদেশীয়। শুকিয়ে যাওয়া বাকাল নদীর প্রভাবতাড়িত কুমুরডাঙ্গার মানুষের জীবনচিত্র এতে অঙ্কিত হয়েছে।

চরিত্র ও বিষয়বস্তু: তবারক ভুইয়া নামে এক স্টিমারযাত্রীর মুখে বিবৃত কুমুরডাঙ্গার ছোট হাকিম মুহাম্মদ মুস্তফার জীবনালেখ্য ও জীবনের ইতিকথা এর বিষয়বস্তু।

✪ 'চাঁদের অমাবস্যা' মনোসমীক্ষণমূলক উপন্যাস।

ছোটগল্প :

খ্যাতনামা সাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর দুটি গল্পগ্রন্থে বিশেষ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর বেশিরভাগ গল্পে গ্রামবাংলার ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের বাস্তবসম্মত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গল্পসমূহে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ লক্ষণীয়। বাংলা সাহিত্যে তাঁর গল্পসমূহ শৈল্পিক বিচারে বিশিষ্টতার দাবিদার।

নয়নচারা (১৯৫১) (চরিত্র : আমু), না কান্দে বুবু, দুই তীর ও অন্যান্য গল্প (১৯৬৫) ইত্যাদি।

নাটক: তরঙ্গভঙ্গ, বহিপীর, উজানে মৃত্যু, সুড়ঙ্গ। 'বহিপীর' তাঁর পুরস্কারপ্রাপ্ত নাটক।

শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৬-১৯৭১)

লেখকের পরিচিতমূলক তথ্য:

শহীদুল্লা কায়সার ১৯২৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম আবু নঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লা। তিনি মূলত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর পাক হানাদারবাহিনীর সদস্যগণ তাঁকে ঢাকার কায়েতটুলির বাসা থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এরপর তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

❑ তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম:

❍ তাঁর উপন্যাস:

সারেং বৌ:

- প্রকাশকাল– ১৯৬২ খ্রি.।
- তিনি এ গ্রন্থটি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বসে লিখেছেন।
- এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস।
- উপন্যাসের প্রধান চরিত্র– কদম সারেং, নবীতুন।
- উপন্যাসটিতে ফুটে উঠেছে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী জনপদের বিশ্বস্ত চিত্র।
- এই উপন্যাসের জন্য তাঁকে ১৯৬২ সালে 'আদমজী সাহিত্য' পুরস্কার এবং 'বাংলা একাডেমি' পুরস্কার দেয়া হয়।
- উপন্যাসটি অবলম্বনে ১৯৭৮ সালে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। এ সিনেমার বিখ্যাত গান "ওরে নীল দরিয়া আমায় দে রে দে ছাড়িয়া' (শিল্পী আব্দুল জব্বার)।

সংশপ্তক:

- প্রকাশকাল– ১৯৬৫ খ্রি.।
- এটি একটি মহাকাব্যিক উপন্যাস।
- মহাভারতের শব্দ সংশপ্তক বলতে বোঝায়, যে সৈনিকেরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে জীবনমরণ যুদ্ধ করে। যুদ্ধে পরাজয় হবে জেনেও যারা যুদ্ধ থেকে পিছপা হন না।
- এই উপন্যাসে হিন্দু মুসলিম সম্মিলিত জীবন-যাপন, অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।
- ভাষা আন্দোলনের পূর্বের বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পবিরর্তন ও রূপান্তরও এ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে।
- ১৯৬৫ সালে এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তী আব্দুল্লাহ আল মামুন এটিকে নাট্যরূপে প্রদান করেন যা বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়।

তাঁর অন্যান্য রচনা:

স্মৃতিকথা: রাজবন্দীর রোজনামচা (১৯৬২)।
ভ্রমণকাহিনী: পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ (১৯৬৬)।
পুরস্কার: বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬১), আদমজী পুরস্কার (১৯৬২)।

তাঁর সম্পর্কিত আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য–

- তাঁর সাথে জহির রায়হানের সম্পর্ক হলো– উভয় সহোদর বা আপন ভাই।
- সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকায় দেশপ্রেমিক ছদ্মনামে যে উপসম্পাদকীয় রচনা করেন– 'রাজনৈতিক পরিক্রমা'।
- বিশ্বকর্মা ছদ্মনামে যে উপসম্পাদকীয় রচনা করেন– বিচিত্র কথা।
- আইয়ুব খান জেলে পাঠিয়েছিলেন, তাই আমি সাহিত্যিক হতে পেরেছি'– এই উক্তিটি করেছেন– শহীদুল্লা কায়সার।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. সাহিত্য পত্রিকা 'কবিতা' এর সম্পাদক কে ছিলেন?
ক. সমর সেন খ. প্রতিভা বসু
গ. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. বুদ্ধদেব বসু **ঘ**

২. 'লালসালু' উপন্যাসটির লেখক কে?
ক. মুনীর চৌধুরী খ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘ. শওকত আলী **খ**

৩. 'লালসালু' উপন্যাসের উপজীব্য হলো-
ক. চাষী জীবনের করুণ চিত্র
খ. নারীর বন্দীদশার করুণ চিত্র
গ. ধর্মীয় ভণ্ডামির নিখুঁত চিত্র
ঘ. ধর্মীয় মূল্যবোধ বিস্তারের চিত্র **গ**

৪. 'সুড়ঙ্গ' নাটকটির রচয়িতা-
ক. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ খ. আসকার শাইখ
গ. শওকত ওসমান ঘ. শামসুল হক **ক**

৫. নিচের কোনটি শহীদুল্লাহ কায়সার রচিত উপন্যাস?
ক. জমিদার দর্পণ খ. সংশপ্তক
গ. জীবন থেকে নেয়া ঘ. ক্রীতদাসের হাসি **খ**

জহির রায়হান (১৯৩৩-১৯৭২)

তাঁর পরিচিতিমূলক তথ্য:

জহির রায়হান ১৯৩৫ সালের ১৯ আগস্ট, নোয়াখালী জেলার মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ। শহীদুল্লা কায়সারের আপন ভাই ছিলেন জহির রায়হান। তিনি মূলত একজন কথাশিল্পী ও চলচ্চিত্র পরিচালক। জহির রায়হান ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি মিরপুরে নিখোঁজ ভাই শহিদুল্লা কায়সারকে খুঁজতে গিয়ে আর বাসায় ফিরে আসেননি।

তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম:

❑ তার উপন্যাস:

★ শেষ বিকেলের মেয়ে:

- প্রকাশকাল– ১৯৬০ খ্রি.
- এটি তাঁর প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস।
- এটি একটি রোমান্টিক প্রেমের উপাখ্যান।

★ **হাজার বছর ধরে:**

- প্রকাশকাল– ১৯৬৪ খ্রি.
- মূল বিষয়– আবহমান বাংলার জীবন ও জনপদ।
- উপন্যাসটির জন্য তিনি ১৯৬৪ সালে 'আদমজী সাহিত্য' পুরস্কার পান।
- এই উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পায়।
- চলচ্চিত্রটির পরিচালক কোহিনুর আক্তার সূচন্দা।

★ **আরেক ফাল্গুন:**

- প্রকাশকাল– ১৯৭০ খ্রি. (১৩৭৭ বঙ্গাব্দ)
- এই উপন্যাসটি ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত।

★ **আর কত দিন:**

- প্রকাশকাল– ১৯৭০ খ্রি. (১৩৭৭ বঙ্গাব্দ)।
- এ উপন্যাসে ইভা ও তপু হলো শান্তি ও ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক।
- এ উপন্যাসের উপজীব্য– শান্তি ও ভালোবাসার জন্য মানুষের চিরন্তন অন্বেষা।

তৃষ্ণা (১৯৫৫), বরফ গলা নদী (১৬৬৯), একুশে ফেব্রুয়ারি, কয়েকটি মৃত্যু (১৯৭৫)।

☐ তার গল্পসমগ্র:

★ **সূর্যগ্রহণ:**

- প্রকাশিত হয় ১৩৬২ বঙ্গাব্দে
- ৫২'র ভাষা আন্দোলনে নিহত তসলিম নামক যুবকের কাহিনি এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

★ **একুশের গল্প:**

- এ গল্পের মূল উপজীব্য হলো– ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।
- এই গল্পের কিছু উক্তি–
  যদিও একটু আধটু তন্দ্রা আসে, তবু অন্ধকারে হঠাৎ ওর দিকে চোখ পড়লে গা হাত পা শিউরে ওঠে।
  'তপুকে আবার ফিরে পাবো, একথা ভুলেও ভাবিনি কোনোদিন।'

পোস্টার, ইচ্ছার আগুন জ্বলছি, সময়ের প্রয়োজনে।

☐ তার চলচ্চিত্র:

★ **সূর্যগ্রহণ:**

- ১৯৭০ সালে ভাষা আন্দোলনের উপর নির্মিত।
- এই চলচিত্রে প্রথম জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়।

★ **সঙ্গম:**

- এটি বাংলাদেশের প্রথম রঙ্গিন চলচ্চিত্র।
- চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয় ১৯৬৪ সালে।

★ **Stop Genocide:**

- পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যার প্রামান্যচিত্র।

★ **Let There be light:**

- এটি একটি প্রামাণ্যচিত্র।

তাঁর অন্যান্য লেখা: কখনো আসেনি (১৯৬১), বেহুলা (১৯৬৬), সোনার কাজল (১৯৬২), আনোয়ারা (১৯৬৭), কাঁচের দেয়াল (১৯৬৩), বাহানা (১৯৬৪)।

পুরস্কার: বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৪), একুশে পদক (১৯৭১), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯২), আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৪), মরণোত্তর সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭২)।

তাঁর সম্পর্কিত আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি–

- জহির রায়হানের প্রথম চলচ্চিত্র– কখনো আসেনি।
- জহির রায়হানের ডাক নাম– জাফর।
- জহির রায়হান নাম দেন– কমরেড মনি সিং।
- 'Bangladesh Liberation Council of Intelligensia' এর সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন– ১৯৭১ সালে।
- বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক বলা হয়– জহির রায়হানকে।
- তিনি যে পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথে যুক্ত ছিলেন– সাহিত্য মাসিক প্রবাহ এবং সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস পত্রিকা।
- যে অভিজ্ঞতার ফলে জহির রায়হান আরেক ফাল্গুন উপন্যাস রচনা করেন– বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও ১৯৫৫ সালে ২১ শে ফেব্রুয়ারি পালনের অভিজ্ঞতায়।
- জহির রায়হান রচিত উপন্যাসগুলোর ভাষা ছিল– ঋজু ও সাবলিল এবং কাব্যমণ্ডিত।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসের পটভূমিকা হলো–

ক. ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ
খ. বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন
গ. একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন
ঘ. এর কোনটিই নয় **গ**

২. 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?

ক. প্রমথ চৌধুরী খ. আবু জাফর শামসুদ্দীন
গ. মুনীর চৌধুরী ঘ. জহির রায়হান **ঘ**

৩. **'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রটির পরিচালক ছিলেন-**

ক. চাষী নজরুল ইসলাম খ. আতাউর রহমান

গ. জহির রায়হান ঘ. সুভাষ দত্ত **গ**

৪. **'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসটির কার রচনা?**

ক. ফজল শাহাবুদ্দীন খ. শঙ্কর

গ. আনিস চৌধুরী ঘ. জহির রায়হান **ঘ**

৫. **Let there be Light কার প্রামাণ্য চিত্র?**

ক. তারেক মাসুদ খ. জহির রায়হান

গ. সুভাষ দত্ত ঘ. আলমগীর কবির **খ**

আনোয়ার পাশা (১৯০৩-১৯৭১)

তাঁর পরিচিতিমূলক তথ্য:

আনোয়ার পাশা ১৯২৮ সালের ১৫ই এপ্রিল মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের ডবকাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূলত কবি, কথাসাহিত্যিক, সমালোচক ও শিক্ষাবিদ। তিনি ১৯৭১ সালে ১৪ই ডিসেম্বর মারা যান।

তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম:

উপন্যাস: রাইফেল রোটি আওরাত। এটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম উপন্যাস। পঁচিশে মার্চের কালোরাতে পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এ উপন্যাসে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে।

গল্পগ্রন্থ: নিরূপায় হরিণী (১৯৭০)।

কাব্যগ্রন্থ: নদী নিঃশেষিত হলে (১৩৭০), সমুদ্র শৃঙ্খলতা উজ্জয়িনী ও অন্যান্য কবিতা (১৯৭৪)।

সমালোচনা: সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল (১৯৬৭), রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা (প্রথম খণ্ড- ১৯৬৯, দ্বিতীয় খণ্ড- ১৯৭৮)।

পুরস্কার প্রাপ্তি: বাংলা একাডেমি ৯১৯৭২), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯৫)।

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি–

- আনোয়ার পাশাকে যে উপাধিতে ভূষিত করা হয়– সাহিত্য বিশারদ এবং সাহিত্যসাগর।
  [বিদ্র: বাংলা সাহিত্যে আব্দুল করিম– সাহিত্য বিশারদ হিসেবে অধিক পরিচিত।]
- আনোয়ার পাশার প্রকাশিত প্রথম উপন্যাসের নাম– নীড় সন্ধানী।

সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪)

তিনি হাসির গানের রাজা হিসেবে পরিচিত। তাঁর ভ্রমণ কাহিনীমূলক রচনার নাম 'দেশে বিদেশে'। 'চাচাকাহিনী' তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

গল্পগ্রন্থ: চাচাকাহিনী, পঞ্চতন্ত্র, ময়ূরকণ্ঠী, ধূপছায়া, শবনম, অবিশ্বাস্য, জলে ডাঙ্গায়, চতুরঙ্গ, পরশ পাথর, পাদটীকা ইত্যাদি।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯)

লেখক পরিচিতিমূলক তথ্য:

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ১৮৯৯ সালের ১৯ জুলাই বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া জেলার মণিহারপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আদিনিবাস ছিল হুগলি জেলার শিয়াখালায়। 'বনফুল' তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম। তিনি ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

লেখকের পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম:

গল্পগ্রন্থ: বনফুলের গল্প (১৯৩৬), বাহুল্য (১৯৪৩), বিন্দু বিসর্গ (১৯৪৪), অনুগামিনী (১৯৪৭), ঊর্মিমালা (১৯৫৫), সপ্তমী (১৯৬০), দূরবীণ (১৯৬১)।

উপন্যাস: অগ্নি (১২৪৪৫), তৃণখণ্ড (১৩৪২), বৈতরণী তীরে (১৩৪৩), কিছুক্ষণ (১৩৪৪), দ্বৈরথ (১৩৪৪), নির্মোক (১৩৪৭), সে ও আমি (১৩৫০), জঙ্গম (১৩৫০), লক্ষ্মীর আগমন (১৩৬১) ইত্যাদি।

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি:

- বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'অগ্নি' যে জাতীয় উপন্যাস– রাজনৈতিক উপন্যাস।
- 'অগ্নি' উপন্যাসটি যে পটভূমিতে রচিত– ভারতে ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের।

রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০)

তাঁর ছদ্মনাম 'পরশুরাম'। তিনি হাস্যরসিক গল্পকার হিসেবে পরিচিত।

আবুল মনসুর আহমদ

পরিচিতিমূলক তথ্য:

আবুল মনসুর আহমদ ১৮৯৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ জেলার ধানীখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সামাজিক নানা কপটাচার তাঁর বিদ্রুপের চাবুক থেকে রেহাই পায়নি। ১৯৭৯ সালের ১৮ই মার্চে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি রম্য রচনায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম:

উপন্যাস: সত্য মিথ্যা (১৯৫৩), জীবনক্ষুধা (১৯৫৫), আবে হায়াত (১৯৬৮)।

গল্পগ্রন্থ (রম্য): আয়না (১৯৩৫), ফুড কনফারেন্স (১৯৪৪), আসমানী পর্দা (১৯৬৪)।

প্রবন্ধ গ্রন্থ: আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৬৯): এটি আত্মজীবনী, শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু (১৯৭২), পাক বাংলার কালচার।

শিশু সাহিত্য: ছোটদের কসাসুল আম্বিয়া (১৯৪৯), গালিভারের সফরনামা (১৯৫৯)।

স্মৃতিকথা: আত্মকথা (প্রকাশকাল- ১৯৭৮)।

পুরস্কার: বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬০)।

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি–

- আবুল মনসুর আহমদ যে পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন– দৈনিক ইত্তেহাদ।
- আবুল মনসুর আহমদ বাংলা সাহিত্যে যে ধারার সাহিত্য রচনা করতেন– বঙ্গধারার।
- কবি কাজী নজরুল ইসলাম আবুল মনসুর আহমদের যে গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন– আয়না।
- তিনি যে আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন– খেলাফত, অসহযোগ স্বরাষ্ট্র আন্দোলন।
- 'বিদেশী ভাষা শিখিব মাতৃভাষায় শিক্ষিত হইবার পর, আগে নয়। উক্তিটি– আবুল মনসুর আহমদের।

মওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৯-১৯৬৮)

'মোস্তফা চরিত' মওলানা আকরম খাঁর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগ্রন্থ। গ্রন্থটি হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জীবনী।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **'রাইফেল রোটি আওরাত' উপন্যাসের রচয়িতা-**
ক. আনোয়ার পাশা খ. জহির রায়হান
গ. সত্যেন সেন ঘ. আবু জাফর শামসুদ্দীন **ক**

২. **'ফুড কনফারেন্স' গ্রন্থের রচয়িতা-**
ক. মীর মশাররফ হোসেন খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ. আবুল মনসুর আহমদ **ঘ**

৩. **'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?**
ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. মুহাম্মদ আবদুল হাই
গ. আতাউর রহমান ঘ. আবুল মনসুর আহমদ **ঘ**

৪. **'চাচা কাহিনী' গল্পগ্রন্থের লেখক কে?**
ক. আবুল মনসুর আহমেদ খ. সৈয়দ মুজতবা আলী
গ. আনোয়ার পাশা ঘ. রাজ শেখর বসু **খ**

৫. **'পরশুরাম' কার ছদ্মনাম?**
ক. আনোয়ার পাশা খ. রাজশেখর বসু
গ. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ঘ. কায়কোবাদ **খ**

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯)

তাঁর পরিচিতিমূলক তথ্য:

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ভাষা বিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১০ই জুলাই, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার পেয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯১০ সালে কলকাতা সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃত বিষয়ে বি.এ অনার্স পাস করেন। ১৯১২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্যারিসের সোরবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে ডিপ্লোমা এবং ডি.লিট. ডিগ্রি লাভের গৌরব অর্জন করেন। ১৩ই জুলাই, ১৯৬৯ সালে ঢাকায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জীবনাবসান ঘটে।

তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য কর্ম:

গবেষণামূলক ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক রচনা: সিদ্ধা কাহ্নপার গীত ও দোহা (১৯২৬), ভাষাতত্ত্ব : ভাষা ও সাহিত্য (১৯৩১), বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৫৮), বাংলা ব্যাকরণ (১৯৩৫), বাংলা সাহিত্যের কথা (১ম খণ্ড ১৯৫৩, ২য় খণ্ড ১৯৬৫), বৌদ্ধ মর্মবাদীর গান (১৯৬০)

প্রবন্ধ পুস্তক: পল্লী সাহিত্য (১৯৩৮), ইকবাল (১৯৪৫), আমাদের সমস্যা (১৯৪৫), বাংলা আদব কি তারিখ (১৯৫৭), Eassy on Islam (১৯৪৫), Traditional Culture in East Pakistan (১৯৬৩)।

অনুবাদ গ্রন্থ: দীওয়ানে হাফিজ (১৯৩৮), অমিয়শতক (১৯৪০), রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়ম (১৯৪২), মহানবী (১৯৪৬), বাইঅতনামা (১৯৪৮), বিদ্যাপতি শতক (১৯৫৪), কুরআন প্রসঙ্গ (১৯৬২), মহররম শরীফ (১৯৬২), অমর কাব্য (১৯৬৩), ইসলাম প্রসঙ্গ (১৯৬৩), Hundred Saying of the Holy Prophet (১৯৪৫), Buddhist Mystic Songs (১৯৬০)।

সংকলন: পদ্মবতী (১৯৫০), প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী (১৯৫২), গল্প সংকলন (১৯৫৩), দুই খণ্ডে প্রকাশিত আঞ্চলিক ভাষার অভিধান।

সম্পাদনা: আঙ্গুর (শিশু পত্রিকা- ১৯২০), দি পিস (ইংরেজি মাসিক- ১৯২৩), বঙ্গভূমি (মাসিক সাহিত্য পত্রিকা- ১৯৩৭), তকবীর (পাক্ষিক পত্রিকা ১৯৪৭)।

পুরস্কার: ১৯৬৭ সালে ফরাসি সরকার কর্তৃক 'নাইট অব দি অর্ডারস অব আর্টস অ্যান্ড লেটার্স" পদক পান। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রীয় সম্মান' প্রাইড অব পারফরম্যান্স' পান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ইমেরিটাস প্রফেসার পদ লাভ করেন।

সম্পাদিত পত্রিকা: তাঁর প্রথম সম্পাদিত পত্রিকার নাম আঙ্গুর (১৯২০)। তাঁর সম্পাদিত 'দি পিস' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে। বঙ্গভূমি (মাসিক, ১৯৩৭), তকবীর (পাক্ষিক, ১৯৪৭)।

উক্তি: কিছুই অসাধ্য নহে– পঙ্গুর পর্বত লঙ্ঘন ও সম্ভব। আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য; তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি।

তাঁর সম্পর্কিত আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি:

- তাঁকে যে উপাধিতে ভূষিত করা হয়– ভাষাতত্ত্ববিদ।
- তিনি মূলত ছিলেন– ভাষাবিজ্ঞানী, ভাষাবিদ, গবেষক ও শিক্ষাবিদ।
- তাঁর রচিত প্রথম শিশুতোষ গ্রন্থের নাম– শেষ নবীর সন্ধানে।
- বাংলা একাডেমি প্রকাশিত যে অভিধানের তিনি প্রধান সম্পাদক– বাংলা একাডেমি আঞ্চলিক ভাষার অভিধান।
- তিনি তাঁর নিজের নাম রেখেছেন– জ্ঞানানন্দ স্বামী।
- তাঁকে 'চলিষ্ণু অভিধান' বা চলমান বিশ্বকোষ' বলা হয়।
- তিনি ২৪টি ভাষা আয়ত্ত করেন এবং ১৮টি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।
- তাঁকে 'জ্ঞানতাপস' অভিধায় অভিহিত করা হয়।
- ১৯৬৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি 'বাংলা পঞ্জিকা' সংস্কার করেন।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪)

তাঁর পরিচিতিমূলক তথ্য:

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ ১৮৯৮ সালের ২ মাছে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরের ঘোড়াশালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মূলত একজন গদ্যশিল্পী। তিনি ২ নভেম্বর ১৯৭৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম:

গদ্যগ্রন্থ:

- পারস্য প্রতিভা (১ম খণ্ড ১৯২৪, ২য় খণ্ড ১৯৩২)
- মানুষের ধর্ম (১৯৩৪)
- নয়া জাতির স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ।

পুরস্কার:

- বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬০)
- দাউদ পুরস্কার (১৯৬৩)
- প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড পারফরমেন্স পদক (১৯৭০)।

তাঁর সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি:

- তাঁর উপাধি ছিল– সিতারা-ই-ইমতিয়াজ।
- ১৯৬৩ সালে তিনি দাউদ পুরস্কার লাভ করেন, যে গ্রন্থের জন্য– নয়া জাতির স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ।

মুহম্মদ আব্দুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯)

তিনি শিক্ষাবিদ, ধ্বনিতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাত। 'বিলাতে সাড়ে সাতশ দিন' তাঁর রচিত ভ্রমণকাহিনী। তিনি সৈয়দ আলী আহসানকে সঙ্গে নিয়ে রচনা করেন 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'।

প্রবন্ধগ্রন্থ: ধ্বনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্য, তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা।

ড. মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-১৯৮২)

তিনি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সহায়তায় 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। 'বঙ্গে সুফী প্রভাব' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

প্রবন্ধগ্রন্থ: মনীষা মঞ্জুষা, চট্টগ্রামী বাংলার রহস্যভেদ।

আবু ইসহাক

গল্পগ্রন্থ : হারেম (১৯৬২), মহাপতঙ্গ (১৯৬৩)।

- ✪ 'জোঁক' গল্পে শোষক মহাজন ও শোষিত বর্গাচাষীদের চিরন্তন বিরোধ চিত্রিত হয়েছে।
- ✪ 'মহাপতঙ্গ' গল্পটিতে একজোড়া চড়ুই পাখির জবানিতে একদিকে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ, অন্যদিকে অভিশাপের কথা বিধৃত হয়েছে।
- ✪ আবু ইসহাকের প্রথম গল্প 'অভিশাপ' ১৯৪০ সালে কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'নবযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

কাজী মোতাহার হোসেন

তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা (১৯২৬)। একাধারে সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, দাবাড়ু, সঙ্গীতজ্ঞ ও বিজ্ঞানী। তিনি শিখা (১৯২৭) পত্রিকার মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতেন। তাঁর গবেষণাধর্মী প্রবন্ধগ্রন্থ হলো 'সঞ্চায়ন'।

ড. কাজী দীন মোহাম্মদ : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (চার খণ্ড)।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৪)

তিনি সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি দৈনিক মোহাম্মদী, সওগাত ও দৈনিক আজাদ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি প্রথম ভাষা শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।

ইব্রাহিম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮)

গ্রন্থ : 'আনোয়ার পাশা', 'ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র'।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-

মোতাহের হোসেন চৌধুরী বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'সংস্কৃতি কথা' তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ। মোতাহের হোসেন চৌধুরী 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধে সংস্কৃতির স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, "ধর্ম সাধারণ লোকের সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতি শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম।"

নীহাররঞ্জন রায় (১৯০৩-১৯৮১) গ্রন্থ : 'বাঙালির ইতিহাস'।

আবুল ফজল

আবুল ফজল ব্যক্তিগত জীবনে অধ্যাপনা করতেন। তিনি ১৯৭৩ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিযুক্ত হন। তিনি বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (১৯২৬-১৯৭১)

প্রবন্ধগ্রন্থ: রবি পরিক্রমা, সাহিত্যের নবরূপায়ন, বাংলা বানান ও লিপি সংস্কার। 'রবি পরিক্রমা' রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত তাঁর কতিপয় প্রবন্ধের সংকলন।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন প্রধানত-
ক. ভাষাতত্ত্বাবিদ খ. সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা
গ. ইসলাম প্রচারক ঘ. সমাজ সংস্কারক **ক**

২. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে কোনটি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর লেখা?
ক. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য খ. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস
গ. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঘ. বাংলা সাহিত্যের কথা **ঘ**

৩. ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
ক. সাত সাগরের মাঝি খ. পাখির বাসা
গ. নৌফেল ও হাতেম ঘ. হাতেমতায়ী **ক**

৪. 'সঞ্চায়ন' প্রবন্ধটির রচয়িতা কে?
ক. কাজী মোতাহের হোসেন খ. আবুল হুসেন
গ. কাজী আবদুল ওদুদ ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম **ক**

৫. 'সংস্কৃতি-কথা' প্রবন্ধটির রচয়িতার নাম-
ক. মোতাহের হোসেন চৌধুরী খ. গোপাল হালদার
গ. আবুল ফজল ঘ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ **ক**

রবীন্দ্র পরবর্তী কবিতা

জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬)

পরিচিতিমূলক তথ্য:

- **জন্ম:** ১ জানুয়ারি, ১৯০৩ খ্রি.।
- **জন্মস্থান:** ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মেছেন।
- **তাঁর পৈত্রিক নিবাস:** গোবিন্দপুর (আম্বিকাপুর)।
- **মৃত্যু:** ১৩ মার্চ, ১৯৭৬ খ্রি. (৭৩ বছর)।
- **মৃত্যুস্থান:** ঢাকায়।
- **সমাধিস্থান:** ফরিদপুর তাঁর নিজ গ্রামে আম্বিকাপুরে।
- **পুরো নাম:** মোহাম্মদ-জসিমউদ্দীন মোল্লা।
- **পিতা:** আনসার উদ্দীন মোল্লা (স্কুল শিক্ষক)।
- **মাতা:** আমিনা খাতুন ওরফে 'রাঙাছুট'।
- **উপাধি:** শ্রেষ্ঠ পল্লীকবি।

তাঁর শিক্ষা ও কর্মজীবন

- তিনি ফরিদপুর ওয়েলফেয়ার স্কুল ও পরবর্তী ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৯২১ সালে উত্তীর্ণ হন।
- তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে' ১৯২৯ সালে বি.এ ডিগ্রি এবং ১৯৩১ সালে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন।
- ১৯৩১-১৯৩৭ সাল পর্যন্ত দীনেশচন্দ্র সেনের সাথে লোক সাহিত্য সংগ্রাহক হিসেবে কাজ করেন।
- ১৯৩৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের লেকচারার পদে যোগ দেন।

পুরস্কার

★ **পুরস্কার:**
- স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৭৮)।

- বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন (১৯৭৪ সালে)
- প্রেসিডেন্টস অ্যাওয়ার্ড ফর প্রাইড অফ পারফরমেন্স, পাকিস্তান (১৯৫৮)

★ **পদক:**

- একুশে পদক: ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক।

★ **উপাধি:**

- 'ডি-লিট': রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৬৯ সালে।

তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম

☐ জসীমউদ্দীন ও তাঁর কাব্যগ্রন্থ:

'রাখালী' (১৯২৭ খ্রি.) :

- এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ।
- এ কাব্যটিতে ১৯টি কবিতা রয়েছে।

'নকশী কাঁথার মাঠ' (১৯২৭)

- এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাহিনিকাব্য যা বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পেয়েছে।
- গ্রামীণ জীবেন মাধুর্য ও কারুণ্য, বৈচিত্র্যহীন ক্লান্তিকরতা এবং মানুষের অসহায়তা এই কাব্যের উপকরণ।
- আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে এই কাব্য এক বিশেষ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে লেখা হয়েছিল।
- নকশী কাঁথার মাঠ কাব্যোপন্যাসটি রূপাই ও সাজু নামক দুই গ্রামীণ যুবক-যুবতীর অবিনশ্বর প্রেমে করুণ কাহিনি নিয়ে রচিত।
- এই দুজনই ছিলেন বাস্তব চরিত্র।
- গ্রন্থটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়।
- এর ইংরেজি অনুবাদের নাম "Field of the Embroidery Quilt' এর অনুবাদক EM Milford।

'সোজন বাদিয়ার ঘাট' (১৯৩৪ খ্রি.)

- বাংলার অপূর্ব অনবদ্য রূপকল্প এই কাব্যগ্রন্থটির মূল উপজীব্য।
- এই কাব্যের প্রধান চরিত্র– সোজন ও দুলী।

সুচয়নী

- প্রকাশকাল– ১৯৬১ খ্রি.
- এটি কবির নির্বাচিত কবিতার সংকলন।

☐ অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ:

বালুচর (১৯৩০ খ্রি.), ধানক্ষেত (১৯৩৩ খ্রি.), রূপবতী (১৯৪৬ খ্রি.), মাটির কান্না (১৯৫৮), এক পয়সার বাঁশী (১৯৫৬ খ্রি.), সকিনা (১৯৫৯ খ্রি.), মা যে জননী কান্দে (১৯৬৩ খ্রি.), হলুদ বরণী (১৯৬৬ খ্রি.), জলে লেখন (১৯৬৯ খ্রি.), ভয়াবহ সেই দিনগুলোতে (১৯৭২ খ্রি.) মাগো জ্বালায়ে রাখিস আলো (১৯৭৬ খ্রি.) কাফনের মিছিল (১৯৮৮ খ্রি.)।

☐ জসীমউদ্দীন ও তাঁর কবিতা:

কবর

- কবিতাটি 'রাখালী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
- এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।
- এ কবিতায় ১১৮টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে।
- এ কবিতার মূলভাব– বেদনাগাথা বা শোকগাথা
- গ্রামীণ এক বৃদ্ধ দাদু তার একমাত্র জীবিত নাতীর কাছে তাঁর প্রিয়জন হারানোর বেদনা ব্যক্ত করেছেন এই কবিতায়।
- কবিতাটি প্রথম 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
- জসীমউদ্দীনের কলেজের ছাত্রাবস্থায় কবিতাটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্য তালিকাভূক্ত হয়।

রাখাল ছেলে

- কবিতাটি 'রাখালী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
- রাখালী' গ্রন্থে তাঁর পল্লী গানগুলো সংকলিত হয়েছে।

আসমানী

- এটি 'এক পয়সার বাঁশি' কাব্যের অন্তর্গত।
- আসমানী চরিত্রটির বাড়ি ফরিদপুরে।

মুসাফির (বালুচর), খেলোয়ার, চাষার ছেলে, পল্লীজননী (রাখালী কাব্যে), নিমন্ত্রণ (ধানক্ষেত), দেশ, পল্লীবর্ষা।

☐ জসীমউদ্দীন ও তাঁর নাটক:

পদ্মাপাড় (১৯৫০ খ্রি.), বেদের মেয়ে (১৯৫১ খ্রি.) গ্রামের মেয়ে (১৯৫১ খ্রি.), গ্রামের মায়া (গীতি নাট্য) (১৯৫৯ খ্রি.) আসমান সিংহ (১৯৮৬ খ্রি.) মধুমালা (১৯৫১ খ্রি.), পল্লীবধূ (১৯৫৬ খ্রি.) ওগো পুষ্পধনু (১৯৬৮)।

☐ জসীমউদ্দীনের একমাত্র উপন্যাস:

বোবা কাহিনি (প্রকাশকাল– ১৯৬৪ খ্রি.):

- উল্লেখযোগ্য চরিত্র– গরীবুল্লা মাতবর, রহিমুদ্দীন কারিকর, বছির, আজহার।
- উপন্যাসটিতে মহাজনী শোষণের উল্লেখ রয়েছে।
- উপন্যাসটিতে কোন জটিলতা নেই।
- এতে সরল ও সাদামাটা একটি গল্প আছে।

☐ তাঁর আত্মকথা গ্রন্থ:

যাঁদের দেখেছি (১৯৫২ খ্রি.), জীবন কথা (১৯৬৪ খ্রি.) স্মৃতিপট (১৯৬৪ খ্রি.), ঠাকুর বাড়ির আঙিনায় (১৯৬৭ খ্রি.)।

☐ তাঁর ভ্রমণ কাহিনিমূলক গ্রন্থ:

চলে মুসাফির (১৯৫২ খ্রি.) হলদে পরির দেশে (১৯৬৭ খ্রি.) জার্মানির শহরে বন্দরে (১৯৭৫ খ্রি.), যে দেশে মানুষ বড় (১৯৬৮ খ্রি.)।

রঙিলা নায়ের মাঝি (১৯৩৫ খ্রি.), গাঙ্গের পাড় (১৯৬৪ খ্রি.), জারি গান (১৯৬৮ খ্রি.), মুর্শিদী গান (১৯৭৭ খ্রি.)।

☐ তাঁর শিশুতোষ গ্রন্থ:

হাসু (১৯৩৮ খ্রি.), এক পয়সার বাঁশী (১৯৪৯ খ্রি.), ডালিম কুমার (১৯৫১ খ্রি.)।

প্রশ্ন: জসীমউদ্‌দীনকে কী কবি বলা হয় ও কর্মপরিধি কী?

উত্তর: পল্লী কবি। তিনি এম.এ শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের আনুকূল্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পল্লীগীতি সংগ্রাহক পদে নিয়োগ লাভ করেন। তিনি ১৯৩১-১৯৩৭ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে চাকরি করেন। ১৯৩৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬২ সালে প্রচার বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টরের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কবি জসীমউদ্‌দীন হল' আছে।

প্রশ্ন: তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম কী?

উত্তর: 'মিলন গান' (১৯২১): এটি 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন: তাঁর কাব্যগ্রন্থসমূহ কী কী?

উত্তর: 'রাখালী' (১৯২৭): এটি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এ কাব্যের ১৮টি কবিতার মধ্যে অন্যতম কবিতা 'কবর'। এটি কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। জসীমউদ্‌দীন কলেজে অধ্যয়নকালে 'কবর' কবিতা রচনা করে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন। যা তাঁর ছাত্রাবস্থায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

'নকশী কাঁথার মাঠ' (১৯২৯): এটি কবির শ্রেষ্ঠ কাহিনি কাব্য / গাথা কাব্য। এ গ্রন্থের প্রথম অংশে আছে চাষার ছেলে রূপাই ও পাশের গ্রামের মেয়ে সাজুর প্রথম পরিচয় থেকে অনুরাগের বিকাশ ও বিবাহ এবং কয়েক মাসের সুখময় জীবনের গল্প এবং দ্বিতীয় ভাগে তাদের বিচ্ছেদ। গ্রামীণ জীবনের মাধুর্য ও কারুণ্য, বৈচিত্র্যহীন ক্লান্তিকরতা এবং মানুষের অসহায়তা এ কাব্যের উপকরণ। ১৯২৮ সালে ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার শিলাসী গ্রামে জসীমউদ্‌দীন ময়মনসিংহ গীতিকা সংগ্রহ করতে আসলে রূপাই নামক এক ব্যক্তির সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। এ ব্যক্তির বাস্তব জীবনীকে কেন্দ্র করে তিনি রচনা করেন 'নকশী কাঁথার মাঠ'।

চরিত্র: সাজু, রূপাই। E.M Milford এটিকে Field of the Embroidery Quilt নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

'সূচয়নী' (১৯৬১): এটি তাঁর নির্বাচিত কবিতার সংকলন।

'সোজন বাদিয়ার ঘাট' (১৯৩৪): এ কাহিনিকাব্য / গাথাকাব্যটি ইউনেস্কোর উদ্যোগে 'Gypsy Wharf' (১৯৬৯) নামে অনূদিত হয়।

চরিত্র: সোজন, দুলী।

'এক পয়সার বাঁশী (১৯৫৬): এ কাব্যের বিখ্যাত কবিতা 'আসমানী'। আসমানী একটি বাস্তব চরিত্র। ফরিদপুর সদরের ঈশান গোপালু ইউনিয়নের রসুলপুর গ্রামে জসীমউদ্‌দীনের বড় ভাই রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যাপক নুরুদ্দিন আহমেদের শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে গিয়ে তিনি আসমানীর দেখা পান এবং এখানেই বসে তিনি 'আসমানী' কবিতাটি রচনা করেন। ৯৭ বছর বয়সে ১৮ আগস্ট, ২০১২ সালে আসমানী মারা যান।

'বালুচর' (১৯৩০), 'ধানক্ষেত' (১৯৩৩), 'রূপবতী' (১৯৪৬), 'মা যে জননী কান্দে' (১৯৬৩), 'মাটির কান্না' (১৯৫৮), 'সকিনা' (১৯৫৯)।

☐ তাঁর বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি:

- 'বাপের বাড়িতে যাইবার কালে কহিত ধরিয়া পা,
  আমরে দেখিতে যাইও কিন্তু উজান-তলীর গাঁ।'– (কবর কবিতা)
- 'কপোল ভাসিয়া যায় নয়নের জলে।'
- 'আসমানীরে দেখতে যদি তোমরা সবে চাও।' (আসমানী)
- 'মিষ্টি তাহার মুখটি হতে হাসির প্রদীপ রাশি,
  থাপড়েতে নিভিয়ে গেছে দারুণ অভাব আসি।' (আসমানী)
- কাঁচা ধানের পাতার মত কচি মুখের মায়া' এবং
  'জালি লাউয়ের ডগার মতোন বাহু দু'খান সরু'– (নকশী কাঁথার মাঠ, রুপাই সম্পর্কে)
- সেই ঘরেতে একলা বসে ডাকছে আমার মা।– (রাখাল ছেলে)
- 'ভেস্তে নসিব করিও সকল মৃত্যু-ব্যথিত প্রাণ' ('কবর' কবিতা)
- 'মাটিরে আমি যে বড় ভালবাসি, মাটিতে মিশায়ে বুক' ('কবর' কবিতা)
- 'নিবিড় ছায়া আঁধার করা পাতার পারাবার,
  রবির আলো খণ্ড হয়ে নাচছে পায়ে তার।'– ('দেশ' কবিতা)
- 'খেতের পরে খেত চলেছে'– ('দেশ' কবিতা)
- 'মাথার পরে কালো কালো মেঘরা এসে ভেড়ে,
  বুনো হাতির দল এসেছে আকাশখানি ছেড়ে।' ('দেশ' কবিতা)

তাঁর বিখ্যাত গান:

- আমার সোনার ময়না পাখি..... ।
- আমার গলার হার খুলে নে..... ।
- আমার হার কালা করলাম রে..... ।
- আমায় ভাসাইলি রে..... ।
- আমায় এতো রাতে..... ।
- কেমন তোমার মাতা পিতা..... ।
- নদীর কূল নাই কিনারা নাই..... ।
- প্রাণো শখি রে ঐশোন কদম্ব তলে..... ।
- ও বন্ধু রঙিলা..... ।
- ও বাজান চল যাই মাঠে লাঙল বাইতে..... ।
- রঙিলা নায়ের মাঝি..... ।
- নিশিতে যাইও ফুলবনে, ও ভোমরা..... ।
- ও আমার দরদি আগে জানলে..... ।
- বাঁশরি আমার হারাই গিয়াছে..... ।
- বালু চরের মেয়ে..... ।
- বাদল বাঁশি ওরে বন্ধু..... ।
- গাঙ্গের কুলরে গেলো ভাঙিয়া..... ।
- ও তুই যারে আঘাত হানলিরে মনে..... ।
- ও আমার গহীন গাঙের নাইয়া..... ।
- আমার বন্ধু বিনোদিয়া..... ।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. জসীমউদ্দীনের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক. রাখালী খ. সোজন বাদিয়ার ঘাট
গ. নক্সী কাঁথার মাঠ ঘ. বালুচর **ক**

২. 'মা যে জননী কান্দে' কোন ধরনের রচনা?
ক. কাব্য খ. উপন্যাস
গ. নাটক ঘ. প্রবন্ধ **ক**

৩. 'নকশী কাঁথার মাঠ' কি ধরনের কাব্য?
ক. মহাকাব্য খ. গীতিকাব্য
গ. পত্রকাব্য ঘ. নৃত্যনাট্য **খ**

৪. কবি জসীমউদ্দীনের শিশুতোষ গ্রন্থ কোনটি?
ক. রাখালী খ. বালুচর
গ. এক পয়সার বাঁশি ঘ. ধানক্ষেত **গ**

৫. জসীমউদ্দীনের নাটক কোনটি?
ক. রাখালী খ. বেদের মেয়ে
গ. মাটির কান্না ঘ. বোবা কাহিনি **খ**

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

রূপসী বাংলার কবি হলেন জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)। তিনি প্রধানত প্রকৃতির কবি।

তাঁকে আরো যেসব বিশেষণে বিশেষায়িত করা হয় সেগুলো হলো তিমির হননের কবি, ধূসরতার কবি, নির্জনতার কবি, বিপন্ন মানবতার নীলকণ্ঠ কবি। তাঁর জন্মস্থান বরিশালে। তিনি কবি কুসুম কুমারী দাশের ছেলে। জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থগুলো হলো ঝরাপালক (১৯২৮), ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬), বনলতা সেন (১৯৪২), মহাপৃথিবী (১৯৪৪), সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮), রূপসী বাংলা (১৯৫৭), বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১)। 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থে স্বদেশপ্রীতি ও নিসর্গময়তা ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতাকে 'চিত্ররূপময়' বলে মন্তব্য করেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক' (১৯২৮)। তিনি এডলার এলান পো-বিরচিত 'টু হেলেন' কবিতা অনুসরণে 'বনলতা সেন' কবিতাটি রচনা করেন। 'সুরঞ্জনা, ওইখানে যেওনাকো তুমি'- তাঁর কবিতার চরণ। 'কবিতার কথা' তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ।

তাঁর রচিত উপন্যাসগুলো হলো: মাল্যবান (১৯৭৩), সতীর্থ (১৯৭৪), কল্যাণী (১৯৯৯)

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০)

রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা আধুনিক কবিতাঙ্গনে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একজন খ্যাতিমান কবি। তিরিশের পাঁচজন প্রধান কবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁকে বলা হয় 'ক্লাসিক কবি'। তাঁর কাব্য চর্চায় ব্যক্তিগত বিশ্বাস হচ্ছে- তিনি নঞর্থক ও পরে ক্ষণবাদী জীবনদর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর এই দর্শন বাংলা কবিতায় এক নতুন সংযোজন।

কাব্যগ্রন্থ: 'তন্বী' (১৯৩০), অর্কেস্ট্রা (১৯৩৫), ক্রন্দসী (১৯৩৭), উত্তর ফাল্গুনী (১৯৪০), সংবর্ত (১৯৫৬), দশমী (১৯৫৬)।
[প্রথম কাব্যগ্রন্থ তন্বী]

অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৭)

তিনি ব্যক্তিগত জীবনে অধ্যাপনা করতেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। খসড়া, একমুঠো, মাটির দেয়াল, অভিজ্ঞান বসন্ত প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৭)।

সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭)

তিনি মার্ক্সবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে কিশোর কবি হিসেবে খ্যাত। ১৯৪৭ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কাব্য হলো 'ছাড়পত্র'।

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)

তিনি মাগুরা জেলার শ্রীপুর থানার মাঝ আইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মুসলিম রেনেসাঁর কবি। 'সাত সাগরের মাঝি' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এ কাব্যের উপজীব্য।

কাব্যগ্রন্থ: সাত সাগরের মাঝি, সিরাজাম মুনীরা, মুহূর্তের কবিতা।

শিশুতোষ গ্রন্থ: পাখির বাসা; হরফের ছড়া; ছড়ার আসর।

কাহিনীকাব্য: হাতেম তায়ী।

কাব্যনাট্য: নৌফেল ও হাতেম।

সমর সেন

চল্লিশের দশকর এই কবিকে 'নাগরিক কবি' বলা হয়। তাঁর কবিতার একটি বিখ্যাত উক্তি : 'আমাদের স্বপ্ন হোক ফসলের সুষম বণ্টন'।

বন্দে আলী মিয়া (১৯৩৭-১৯৭৯)

কাব্যগ্রন্থ : ময়নামতীর চর, পদ্মা নদীর চর

সুফী মোতাহার হোসেন (১৯০৭-১৯৭৫)

কাব্যগ্রন্থ : সনেট সংগ্রহ, সনেট সঞ্চয়ন, সনেট শতক, সনেট মালা।

আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪)

বাংলা সাহিত্যে ছান্দসিক কবি হলেন আব্দুল কাদির। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ দিলরুবা, উত্তর বসন্ত।

রবীন্দ্র পরবর্তী নাটক

ইব্রাহীম খাঁ

নাটক : কাফেলা, কামাল পাশা, আনোয়ারা।

সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৮-১৯৭৫)

রূপক নাটক : শকুন্ত উপাখ্যান (১৯৫৮)।

ঐতিহাসিক নাটক : সিরাজউদ্দৌলা (১৯৬৫)।

জীবনী নাটক : মহাকবি আলাওল (১৯৬৫)।

মুনীর চৌধুরী

তিনি ১৯৭১ সালে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের একজন।

মৌলিক নাটক: কবর, রক্তাক্ত, চিঠি, পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য, দণ্ডকারণ্য, নষ্ট ছেলে, মানুষ, দণ্ড, দণ্ডধর।

অনূদিত নাটক: মুখরা রমণী বশীকরণ, রূপার কৌটা, কেউ কিছু বলতে পারে না, ওথেলো (অসমাপ্ত) প্রভৃতি।

- ✪ 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকের মূল উপজীব্য হলো ১৭৬১ সালে সংঘটিত পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ।
- ✪ 'কবর' নাটকের মূল বিষয়বস্তু হলো ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। ১৯৫৩ সালের ১৭ জানুয়ারি কারাগারে বসে তিনি একদিনে নাটকটি রচনা করেন।

সৈয়দ ওয়লীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১)

ঔপন্যাসিক হলেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ নাটকে রেখেছেন আপন প্রতিভার স্বাক্ষর। 'বহিপীর' তাঁর পুরস্কারপ্রাপ্ত নাটক। এ নাটকে সমাজজীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকের প্রতিফলন ঘটেছে।

নাটক: সুড়ঙ্গ (১৯৬৪), বহিপীর (১৯৬৫), তরঙ্গভঙ্গ (১৯৬৬), উজানে মৃত্যু (১৯৬৬), একটি কিশোর নাটক।

শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩)

শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩)

নাটক : মসনদের মোহ, আনারকলি, সরফরাজ খাঁ, নবাব আলীবর্দী।

তুলসী লাহিড়ী : নাটক : ছেঁড়া তার।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. কার কবিতাকে 'চিত্ররূপময়' বলা হয়েছে?

ক. জীবনানন্দ দাশ খ. বিষ্ণু দে
গ. প্রমেন্দ্র মিত্র ঘ. অমিয় চক্রবর্তী **ক**

২. 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থ কার লেখা?

ক. ফররুখ আহমদ খ. জীবনানন্দ দাশ
গ. গোলাম মোস্তফা ঘ. জসীমউদ্দীন **খ**

৩. 'তিমির হননের কবি' উপাধিটি কার?

ক. জীবনানন্দ দাশ খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. শামসুর রাহমান ঘ. আবদুল কাদির **ক**

৪. বাংলা সাহিত্যে 'কিশোর কবি' নামে পরিচিত কে?

ক. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত খ. আবদুল কাদির
গ. বিষ্ণু দে ঘ. সুকান্ত ভট্টাচার্য **ঘ**

৫. 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকটির রচয়িতা কে?

ক. মুনীর চৌধুরী খ. আকবর হোসেন
গ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঘ. মীর মশাররফ হোসেন **ক**

এক কথায় উত্তর

০১. বনফুলের প্রকৃত নাম–

— বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

০২. অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' –

— উপন্যাস।

০৩. 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটি কার রচনা?

— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

০৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন বাদ বা ইজম দ্বারা প্রভাবিত?

— মার্ক্সইজম/কমিউনিজম।

০৫. 'পদ্মানদীর মাঝি' কী ধরনের রচনা?

— উপন্যাস।

০৬. 'পুতুল নাচের ইতিকথা'- উপন্যাসটি কার লেখা?

— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

০৭. বিদ্রোহী বালিকা বধূ জামিলা কোন উপন্যাসের চরিত্র?

— লাল সালু।

০৮. 'চাঁদের অমাবস্যা' কোন শ্রেণির উপন্যাস?

— মনসমীক্ষামূলক।

০৯. 'লালসালু' উপন্যাসের উপজীব্য–

— গ্রাম বাংলার সমাজের অশিক্ষা-কুশিক্ষা।

১০. 'ঠগ-পীরের পানি পড়ায় কী কোন কাম হয়'?-লালসালু উপন্যাসে এ উক্তি কার?

— আক্কাসের।

১১. 'কাঁদো নদী কাঁদো' কোন ধরনের সাহিত্যকর্ম?

— উপন্যাস।

১২. 'লাল সালু' উপন্যাসটি কে রচনা করেছেন?

— সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।

১৩. 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসটির রচয়িতা–

— সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।

১৪. জীবনমুখী সমাজসচেতন কথাসাহিত্যিক জহির রায়হান-এর আসল নাম কী?

— মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ।

১৫. 'আরেক ফাল্গুন', 'বরফগলা নদী', 'হাজার বছর ধরে', উপন্যাসগুলোর রচয়িতা কে?

— মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ।

১৬. 'সূর্যদীঘল বাড়ি' কোন প্রকারের গ্রন্থ?

— সামাজিক উপন্যাস।

১৭. 'সূর্যদিঘল বাড়ি' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

— আবু ইসহাক।

১৮. 'জোঁক' গল্পের রচয়িতা–

— আবু ইসহাক।

১৯. 'পঞ্চতন্ত্র', 'ময়ূরকণ্ঠী', 'পাদটীকা' 'দেশে বিদেশে'- গ্রন্থগুলোর লেখক কে?

— সৈয়দ মুজতবা আলী।

২০. সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে বিদেশে' বইটিতে কোন শহরের কাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে?

— কাবুল।

২১. 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' কার লেখা?

— তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়।

২২. 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি লিখেছেন–

— অদ্বৈত মল্লবর্মণ।

২৩. 'সারেং বৌ' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?

— শহীদুল্লাহ কায়সার।

২৪. 'অপু ও দুর্গা' চরিত্র দুট কোন উপন্যাসের?

— পথের পাঁচালী।

২৫. 'আরণ্যক' কার রচনা?

— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৬. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পথের পাঁচালি' একটি–

— উপন্যাস।

২৭. 'পদ্মানদীর মাঝি' কার লেখা?

— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৮. 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গ্রন্থটির রচয়িতা–

— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৯. 'আত্মহত্যার অধিকার' কার লেখা?

— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৩০. 'চাঁদের অমাবস্যা' কী জাতীয় গ্রন্থ?

— উপন্যাস

৩১. 'নয়নচারা' যে শ্রেণির রচনা–

— গল্প।

৩২. বাংলা ভাষার প্রথম ঔপন্যাসিক–

— প্যারীচাঁদ মিত্র।

৩৩. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশকাল–

— ১৯২৯।

৩৪. 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড বলা হয়–

— 'অপরাজিত' (১৯৩১) উপন্যাসকে।

৩৫. বিভূতিভূষণের আত্মজীবনীমূলক রচনা–

— তৃণাঙ্কুর।

৩৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি' কোন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়?

— পূর্বাশা।

৩৭. রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যে কাকে সব্যসাচী লেখক বলা হয়?

— বুদ্ধদেব বসুকে।

৩৮. সৈয়দ শামসুল হকের 'নিষিদ্ধ লোবান' ও 'আল মাহমুদের 'উপমহাদেশ'–

— মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস।

৩৯. 'নকশী কাঁথার মাঠ' যে জাতীয় কাব্য–

— কাহিনীকাব্য।

৪০. 'সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে' ঘুরেছেন–

— জীবনানন্দ দাশ।

৪১. ছাত্র অবস্থায় রচিত যে কবির কবিতা কলকতার পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল–

— জসিমউদ্‌দীন।

৪২. বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রকাব্য–

— বীরাঙ্গনা কাব্য।

৪৩. 'আবে-হায়াত' গ্রন্থের রচয়িতা–

— আবুল মনসুর আহমদ।

৪৪. 'বিলাতে সাড়ে সাতশ' দিন' ভ্রমণকাহিনী কে রচনা করেছেন?

— ধ্বনিতত্ত্ববিদ মুহম্মদ আবদুল হাই।

৪৫.'পারস্য প্রতিভা', 'বিদায় হজ্জ' প্রবন্ধের রচয়িতা কে?

— মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ।

৪৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক) কারা রচনা করেন?

— মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান।

৪৭. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত পত্রিকার নাম কি?

— আঙ্গুর।

৪৮. 'ছাড়পত্র' কবিতাটি কার রচনা?

— সুকান্ত ভট্টাচার্য।

৪৯. 'আমাদের স্বপ্ন হোক ফসলের সুষম বণ্টন'- কোন কবি বলেছেন?

— সমর সেন।

৫০. বাংলা সাহিত্যে 'কিশোর কবি' নামে পরিচিত–

— সুকান্ত ভট্টাচার্য।

৫১. 'রূপসী বাংলা' কে রচনা করেন?

— জীবনানন্দ দাশ।

৫২. জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

— ঝরা পালক।

৫৩. ত্রিশের দশকের সবচেয়ে 'তথাকথিত' কোন গণবিচ্ছিন্ন কবি এখন বেশি জনপ্রিয়?

— জীবনানন্দ দাশ।

৫৪. জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থ কিসের পরিচায়ক?

— স্বদেশপ্রীতি ও নিসর্গময়তা।

৫৫. কার কবিতাকে 'চিত্ররূপময়' বলা হয়েছে?

— জীবনানন্দ দাশের।

৫৬. জীবননান্দ দাশ প্রধানত–

— প্রকৃতির কবি।

৫৭. 'সুরঞ্জনা, ওইখানে যেয়ো নাকো তুমি'- কোন কবি এ কথা বলেছিলেন?

— জীবনানন্দ দাশ।

৫৮. কোন কবিকে 'মুসলিম রেনেসাঁর কবি' বলা হয়?

— ফররুখ আহমদ।

৫৯. বাংলা সাহিত্যের একজন আধুনিক কবি ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে 'এডগার এলান পো' বিরচিত 'টু হেলেন' কবিতা থেকে কোন কবিতাটি রচনা করেন?

— বনলতা সেন।

৬০. জীবনানন্দ দাশের জন্ম কত সালে?

— ১৮৯৯

৬১. 'আবার আসিব ফিরে এই ধানসিড়িটির তীরে এই বাংলায়'- এই লাইনটি কোন কবির কবিতায় পাওয়া যায়?

— জীবনানন্দ দাশ।

Teacher's Work

০১. 'মুসলিমসাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়– *[৪৩তম বিসিএস]*
ক. ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ খ. ১৯ জানুয়ারি ১৯২৬
গ. ১৯ মার্চ ১৯২৬ ঘ. ২৬ মার্চ ১৯২৭

০২. সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী? *[৪৩তম বিসিএস]*
ক. 'শনিবারের চিঠি' খ. রবিবারের ডাক
গ. বিজলি ঘ. বঙ্গদর্শন

০৩. 'মানুষের মৃত্যু হ'লে তবুও মানব থেকে যায়'– কে রচনা করেন এই কাব্যাংশ? *[৪৩তম বিসিএস]*
ক. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত খ. প্রেমেন্দ্র মিত্র
গ. সমর সেন ঘ. জীবনানন্দ দাশ

০৪. "ঐ ক্ষেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে"– কে এই দামাল ছেলে? *[৪৩তম বিসিএস]*
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. কামাল পাশা
গ. চিত্তরঞ্জন দাস ঘ. সুভাষ বসু

০৫. জেলে জীবন কেন্দ্রিক উপন্যাস কোনটি? *[৪১তম বিসিএস]*
ক. গঙ্গা
খ. পুতুলনাচের ইতিকথা
গ. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা
ঘ. গৃহদাহ

০৬. বাংলা সাহিত্যে 'কালকূট' নামে পরিচিত কোন লেখক? *[৪১তম বিসিএস]*
ক. সমরেশ মজুমদার খ. শওকত ওসমান
গ. সমরেশ বসু ঘ. আলাউদ্দিন আল আজাদ

০৭. কোনটি জসীমউদ্‌দীনের রচনা? *[৩৮তম বিসিএস]*
ক. গাজী মিয়াঁর বস্তানী
খ. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা
গ. ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান
ঘ. ঠাকুরবাড়ির আঙিনা

০৮. 'আমার ঘরের চাবি পরের হাতে'-গানটির রচয়িতা কে? *[৩৮তম বিসিএস]*
ক. লালন শাহ্ খ. হাসন রাজা
গ. পাগলা কানাই ঘ. রাধারমণ দত্ত

০৯. দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পণ' নাটক প্রথম কোথা থেকে প্রকাশিত হয়? *[৩৮তম বিসিএস]*
ক. কলকাতা খ. ঢাকা
গ. লন্ডন ঘ. মুর্শিদাবাদ

১০. "ধর্ম সাধারণ লোকের সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতি শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম।"- কে বলেছেন? *[৩৭তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. মোতাহের হোসেন চৌধুরী
খ. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
গ. প্রমথ চৌধুরী
ঘ. কাজী আব্দুল ওদুদ

১১. মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত ধ্বনি বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের নাম কী? *[৩৭তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান
খ. আধুনিক বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান
গ. ধ্বনিবিজ্ঞানের কথা
ঘ. ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব

১২. কোনটি শওকত ওসমানের রচনা নয়? *[৩৬তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. চৌরসন্ধি খ. ক্রীতদাসের হাসি
গ. ভেজাল ঘ. বনি আদম

১৩. কোনটি জসিমউদ্‌দীনের নাটক? *[৩৬তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. রাখালী খ. মাটির কান্না
গ. বেদের মেয়ে ঘ. বোবা কাহিনী

১৪. মুনীর চৌধুরীর অনূদিত নাটক কোনটি? *[৩৬তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. কবর খ. চিঠি
গ. রক্তাক্ত প্রান্তর ঘ. মুখরা রমনী বশীকরণ

১৫. মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক নাটক — *[৩৬তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. সুবচন নির্বাসনে
খ. রক্তাক্ত প্রান্তর
গ. নুরলদীনের সারা জীবন
ঘ. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

১৬. ভাষা আন্দোলনভিত্তিক নাটক কোনটি? *[৩৪তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. কবর খ. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়
গ. জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন ঘ. ওরা কদম আলী

১৭. সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রবন্ধ গ্রন্থ কোনটি? *[৩৪তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. পঞ্চতন্ত্র খ. কালান্তর
গ. প্রবন্ধ সংগ্রহ ঘ. শাশ্বত বঙ্গ

১৮. কোন গ্রন্থটি সুকান্ত ভট্টাচার্য কর্তৃক রচিত? *[৩৩তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. হরতাল খ. পালাবদল
গ. উত্তীর্ণ পঞ্চাশে ঘ. অন্বিষ্ট সম্পর্ক

১৯. 'দিবারাত্রির কাব্য' কার লেখা উপন্যাস? *[৩২তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
খ. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. ঈশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

২০. জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসটির পটভূমিকা হলো- *[২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ
খ. ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন
গ. একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন
ঘ. কোনটিই নয়

২১. বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাস কোনটি? *[২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. অগ্নিস্বাক্ষী খ. চিলেকোঠার সেপাই
গ. আরেক ফাল্গুন ঘ. অনেক সূর্যের আশা

২২. জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধগ্রন্থ কোনটি? *[২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. ধূসর পাণ্ডুলিপি খ. কবিতার কথা
গ. ঝরা পালকের কবি ঘ. দুর্দিনের যাত্রী

২৩. 'সাত সাগরের মাঝি' কার রচনা? *[২৮তম ও ২২তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. গোলাম মোস্তফা খ. বন্দে আলী মিয়া
গ. আহসান হাবীব ঘ. ফররুখ আহমদ

২৪. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের নাম- *[২৬তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
খ. বাংলা সাহিত্যের কথা
গ. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস
ঘ. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত

২৫. 'জয়গুন'- কোন উপন্যাসের চরিত্র? *[২৬তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. জননী খ. সূর্যদীঘল বাড়ি
গ. সারেং বৌ ঘ. হাজার বছর ধরে

২৬. কোনটি মুহম্মদ এনামুল হকের রচনা? *[২৫তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. ভাষার ইতিবৃত্ত
খ. আধুনিক ভাষাতত্ত্ব
গ. মনীষা মঞ্জুষা
ঘ. বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান

২৭. কোন গ্রন্থটির রচয়িতা এস ওয়াজেদ আলী? *[২৪তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. আশা-আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে
খ. ভবিষ্যতের বাঙালি
গ. উন্নত জীবন
ঘ. সভ্যতা

২৮. কোনটা ঠিক? *[২৪তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. সোজন বাদিয়ার ঘাট (উপন্যাস)
খ. কাঁদো নদী কাঁদো (কাব্য)
গ. বহিপীর (নাটক)
ঘ. মহাশ্মশান (নাটক)

২৯. 'শাশ্বত বঙ্গ' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? *[২৪তম বিসিএস (বাতিল) পরীক্ষা]*
ক. কাজী মোতাহার হোসেন
খ. আবুল হুসেন
গ. কাজী আবদুল ওদুদ
ঘ. কাজী আনোয়ারুল কাদির

৩০. কোন কাব্যটি পল্লি কবি জসীমউদ্‌দীন রচিত? *[২৪তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. চৈতালী খ. রাখালী
গ. ফনিমনসা ঘ. আলো পৃথিবী

৩১. বাংলা একাডেমির 'আঞ্চলিক অভিধান' সম্পাদনা কে করেন? *[২৪তম বিসিএস (বাতিল) পরীক্ষা]*
ক. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. মুহম্মদ এনামুল হক
গ. মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন ঘ. মুহম্মদ আবদুল হাই

৩২. 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' কার রচনা? *[২৪তম ও ২১তম বিসিএস (বাতিল) পরীক্ষা]*
ক. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. মুহম্মদ আবদুল হাই
গ. মুনীর চৌধুরী ঘ. মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

৩৩. কখনো উপন্যাস লেখেননি- *[২৩তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. জীবনানন্দ দাশ
গ. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. বুদ্ধদেব বসু

৩৪. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির পটভূমিতে রচিত 'কবর' নাটকের নাট্যকার কে? *[২১তম, ১৮তম ও ১০তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. কবীর চৌধুরী খ. মুনীর চৌধুরী
গ. সৈয়দ শামসুল হক ঘ. মুনতাসির মামুন

৩৫. 'নদী ও নারী' কার রচনা? *[২০তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. কাজী আবদুল ওদুদ
খ. আবুল ফজল
গ. শামসুদ্দিন আবুল কালাম
ঘ. হুমায়ুন কবির

৩৬. 'সংশপ্তক' কার রচনা? *[২০তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. মুনীর চৌধুরী খ. শহীদুল্লা কায়সার
গ. জহির রায়হান ঘ. শওকত ওসমান

৩৭. 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যের রচয়িতার নাম- *[১৭তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. তালিম হোসেন খ. ফররুখ আহমদ
গ. গোলাম মোস্তফা ঘ. আবুল হোসেন

৩৮. জীবনানন্দ দাশের জন্মস্থান কোথায়? *[১৬তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. বরিশাল জেলা খ. ফরিদপুর জেলা
গ. গোলাম মোস্তফা ঘ. আবুল হোসেন

৩৯. কোনটি ইব্রাহিম খাঁর গ্রন্থ নয়? *[১৪তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. আনোয়ার পাশা খ. ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র
গ. কুচবরণ কন্যা ঘ. সোনার শিকল

৪০. জীবনানন্দ দাশের রচিত কাব্যগ্রন্থ- *[১৩তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. ধূসর পাণ্ডুলিপি খ. নিরলোকে দিব্যরথ
গ. একক সন্ধ্যায় বসন্ত ঘ. উত্তর ফাল্গুনী

৪১. ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য কোন কাব্যের উপজীব্য? *[১৩তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. জিঞ্জীর - কাজী নজরুল ইসলাম
খ. সাত সাগরের মাঝি- ফররুখ আহমদ
গ. দিলরুবা - আব্দুল কাদির
ঘ. নূরনামা - আবদুল হাকিম

৪২. কোনটি ঐতিহাসিক নাটক? *[১৩তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. শর্মিষ্ঠা খ. রাজসিংহ
গ. রক্তাক্ত প্রান্তর ঘ. পলাশীর যুদ্ধ

৪৩. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন প্রধানত- *[১২তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. ভাষাতত্ত্ববিদ খ. সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা
গ. ইসলাম প্রচারক ঘ. সমাজ সংস্কারক

৪৪. 'রূপসী বাংলার কবি কে? *[১২তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. জসীমউদ্‌দীন

৪৫. 'চাচা কাহিনী'র লেখক কে? *[১১তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. সৈয়দ মুজতবা আলী খ. দিলারা হাশেম
গ. আবু জাফর শামসুদ্দীন ঘ. সরদার জয়েনউদ্দিন

৪৬. 'মোস্তফা চরিত' প্রবন্ধগ্রন্থের রচয়িতা কে? *[১১তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. মওলানা আকরম খাঁ খ. মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ
গ. এস ওয়াজেদ আলী ঘ. মুহম্মদ আবদুল হাই

৪৭. কোনটি উপন্যাস নয়?
ক. দিবরাত্রির কাব্য খ. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা
গ. কবিতার কথা ঘ. পথের পাঁচালী

৪৮. 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের রচয়িতা-
ক. প্যারীচাঁদ মিত্র খ. বনফুল
গ. সত্যজিৎ রায় ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৯. কবি গোলাম মোস্তফা পরলোকগমন করেন-
ক. ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ অক্টোবর
খ. ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর
গ. ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর
ঘ. ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর

৫০. 'বিশ্বনবী' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক. ফররুখ আহম্মেদ খ. আকরাম খাঁ
গ. মীর মশাররফ হোসেন ঘ. গোলাম মোস্তফা

৫১. 'আবে-হায়াত' গ্রন্থের রচয়িতা-
ক. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ
গ. আবুল মনসুর আহমদ ঘ. আবুল ফজল

৫২. কাজী নজরুল ইসলামের জীবনকাল কোনটি?
ক. ১৮২৪-১৮৭৩ খিঃ খ. ১৮৫৬-১৯৩৭ খিঃ
গ. ১৮৬১-১৯৪১ খিঃ ঘ. ১৮৯৯-১৯৭৬ খিঃ

৫৩. কাজী নজরুল ইসলামের জন্মস্থান-
ক. কুমিল্লা খ. ত্রিশাল
গ. বর্ধমান ঘ. চট্টগ্রাম

৫৪. কবি জসিমউদ্দিনের জীবনকাল কোনটি?
ক. ১৯০৩-১৯৭৬ ইং খ. ১৮৮৯-১৯৬৬ ইং
গ. ১৮৯৯-১৯৯৭ ইং ঘ. ১৯১০-১৯৮৭ ইং

৫৫. কাজী নজরুল ইসলামের পর সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহার করেন-
ক. আবু সায়ীদ আইউব খ. সৈয়দ মুজতবা আলী
গ. জসীম উদদীন ঘ. আহসান হাবীব

৫৬. বুদ্ধদেব বসু কোন দশকের কবি হিসেবে খ্যাত?
ক. ত্রিশ দশকের খ. পঞ্চাশ দশকের
গ. ষাট দশকের ঘ. চল্লিশ দশকের

৫৭. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির প্রকাশকাল-
ক. ১৯৩৬ সালে খ. ১৯১৩ সালে
গ. ১৯২৬ সালে ঘ. ১৯৪৬ সালে

৫৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন বাদ বা ইজম দ্বারা প্রভাবিত?
ক. রোমান্টিসিজম খ. ক্লাসিসিজম
গ. মার্কসিজম ঘ. পোস্ট মর্ডানিজম

৫৯. বেগম সুফিয়া কামাল কোন ধরনের কবি?
ক. মহাকবি খ. গীতিকবি
গ. পল্লীকবি ঘ. ছন্দের কবি

৬০. 'জাহান্নাম হইতে বিদায়' উপন্যাসটির লেখক কে?
ক. আবু রুশদ খ. শওকত ওসমান
গ. আহসান হাবিব ঘ. আবুল ফজল

৬১. সৈয়দ আলী আহসানের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ-
ক. ইডিপাস খ. একক সন্ধ্যায় বসন্ত
গ. পাখীর বাসা ঘ. বলাকা

৬২. 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকটির রচয়িতা কে?
ক. জহির রায়হান খ. শিশির ভাদুরী
গ. শওকত ওসমান ঘ. মুনীর চৌধুরী

৬৩. 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা?
ক. সুকান্ত ভট্টচার্য খ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬৪. 'কাশবনের কন্যা' কোন জাতীয় রচনা?
ক. নাটক খ. উপন্যাস
গ. কাব্য ঘ. ছোটগল্প

৬৫. শহীদ বুদ্ধিজীবি সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সার পেশায় কি ছিলেন?
ক. সাংবাদিক খ. আমলা
গ. রাজনীতিবিদ ঘ. প্রকৌশলী

উত্তরমালা

০১	খ	০২	খ	০৩	ক	০৪	ঘ	০৫	ক	০৬	গ	০৭	ঘ	০৮	ক	০৯	খ	১০	ক
১১	ঘ	১২	গ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	ঘ	১৬	ক	১৭	ক	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	গ
২১	গ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	খ	২৫	খ	২৬	গ	২৭	খ	২৮	গ	২৯	গ	৩০	খ
৩১	ক	৩২	ক	৩৩	গ	৩৪	খ	৩৫	ঘ	৩৬	খ	৩৭	খ	৩৮	ক	৩৯	গ	৪০	ক
৪১	খ	৪২	গ	৪৩	ক	৪৪	গ	৪৫	ক	৪৬	ক	৪৭	গ	৪৮	ঘ	৪৯	গ	৫০	ঘ
৫১	গ	৫২	ঘ	৫৩	গ	৫৪	ক	৫৫	খ	৫৬	ক	৫৭	ক	৫৮	গ	৫৯	খ	৬০	খ
৬১	খ	৬২	ঘ	৬৩	ক	৬৪	খ	৬৫	ক										

Home Work

Teacher's Class Work অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে করবে এবং পরে উত্তর মিলিয়ে নিতে হবে।

০১. কবি জসীমউদ্‌দীনের জীবনকাল কোনটি?
ক. ১৯০৩-১৯৭৬ খ. ১৯১০-১৯৮৭
গ. ১৮৮৯-১৯৬৬ ঘ. ১৮৯৯-১৯৭৯

০২. বাংলা সাহিত্যে কে 'পল্লীকবি' নামে খ্যাত?
ক. জীবনানন্দ দাশ খ. সুফিয়া কামাল
গ. জাহানারা আরজু ঘ. জসীমউদ্‌দীন

০৩. পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন জন্মগ্রহণ করেন–
ক. নোয়াখালীতে খ. ফরিদপুরে
গ. বরিশালে ঘ. চব্বিশ পরগনায়

০৪. তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মেছিলেন কোন কবি?
ক. জসীমউদ্‌দীন খ. আবুল হাসান
গ. ফররুখ আহমদ ঘ. শহীদ কাদরী

০৫. জসীমউদ্‌দীনের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক. রাখালী খ. সোজন বাদিয়ার ঘাট
গ. নক্সী কাঁথার মাঠ ঘ. বালুচর

০৬. কোন কাব্যটি পল্লী কবি জসীমউদ্‌দীনের রচিত?
ক. চৈতালী খ. রাখালী
গ. ফণি-মনসা ঘ. আলো পৃথিবী

০৭. 'মা যে জননী কান্দে' কোন ধরনের রচনা?
ক. কাব্য খ. উপন্যাস
গ. নাটক ঘ. প্রবন্ধ

০৮. জসীমউদ্‌দীনের শ্রেষ্ঠ কাহিনিকাব্য কোনটি?
ক. নক্সী কাঁথার মাঠ খ. সোজন বাদিয়ার ঘাট
গ. সকিনা ঘ. রাখালী

০৯. 'নকশী কাঁথার মাঠ' কি ধরনের কাব্য?
ক. মহাকাব্য খ. গীতিকাব্য
গ. পত্রকাব্য ঘ. নৃত্যনাট্য

১০. 'নকশী কাঁথার মাঠ' কোন জাতীয় কাব্য?
ক. কাহিনিকাব্য খ. গাঁথাকাব্য
গ. উপাখ্যান ঘ. চম্পুকাব্য

১১. 'নকশী কাঁথার মাঠ' বইয়ের লেখক কে?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. গোলাম মোস্তফা
গ. জসীমউদ্‌দীন ঘ. মীর মশাররফ হোসেন

১২. 'নকশী কাঁথার মাঠ' কোন কবির কাব্যকে আশ্রয় করে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পেয়েছে?
ক. জীবনানন্দ দাশ খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. বন্দে আলী মিয়া ঘ. জসীমউদ্‌দীন

১৩. Field of the Embroadery Quilt কাব্যটি কবি জসীমউদ্‌দীনের কোন কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ?
ক. সোজন বাদিয়ার ঘাট খ. রঙিলা নায়ের মাঝি
গ. নক্সী কাঁথার মাঠ ঘ. রাখালী

১৪. জসীমউদ্‌দীনের কোন কাব্য গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে?
ক. সোজন বাদিয়ার ঘাট খ. বালুচর
গ. নক্সী কাঁথার মাঠ ঘ. রাখালী

১৫. জসীমউদ্‌দীন রচিত 'নিমন্ত্রণ' কবিতাটি কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?
ক. বালুচর খ. রাখালী
গ. ধানক্ষেত ঘ. মাটির কান্না

১৬. 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' এর রচয়িতা কে?
ক. শামসুর রাহমান খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. জসীমউদ্‌দীন ঘ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

১৭. 'রঙিলা নায়ের মাঝি' এর লেখক হলেন–
ক. জসীমউদ্‌দীন খ. ফররুখ আহমদ
গ. ড. শহীদুল্লাহ ঘ. অতুল প্রসাদ

১৮. কবি জসীমউদ্‌দীনের শিশুতোষ গ্রন্থ কোনটি?
ক. রাখালী খ. বালুচর
গ. এক পয়সার বাঁশি ঘ. ধানক্ষেত

১৯. 'বেদের মেয়ে' গীতিনাট্যটি কে লিখেছেন?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. জসীমউদ্‌দীন
গ. ড. নীলিমা ইব্রাহীম ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০. জসীমউদ্‌দীনের 'আসমানী' চরিত্রটির বাড়ি কোথায়?
ক. গোপালগঞ্জ খ. ফরিদপুর
গ. রাজবাড়ি ঘ. মাদারীপুর

২১. 'চলে মুসাফির' ভ্রমণ কাহিনিমূলক গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
ক. সৈয়দ মজুতবা আলী খ. জসীমউদ্‌দীন
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. ইব্রাহীম খাঁ

২২. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পথের পাঁচালী' একটি-
ক. নাটক খ. ভ্রমণকাহিনি
গ. গল্প ঘ. উপন্যাস

২৩. 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের রচয়িতা-
ক. প্যারীচাঁদ মিত্র খ. বনফুল
গ. সত্যজিৎ রায় ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৪. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশকাল-

ক. ১৯১৯ খ. ১৯২৯

গ. ১৯৩৯ ঘ. ১৯৪৯

২৫. 'অপরাজিত' উপন্যাসের লেখক-

ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গ. শহীদুল্লাহ কায়সার

ঘ. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

২৬. 'আরণ্যক' কার রচনা?

ক. বুদ্ধদেব বসু

খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৭. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস কোনটি?

ক. পদশব্দ খ. আরণ্যক

গ. রজনী ঘ. অসম বৃক্ষ

২৮. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস কোনটি?

ক. ইছামতী খ. ময়ূরকণ্ঠী

গ. ধূপছায়া ঘ. সংকর সংকীর্তন

২৯. 'মেঘমাল্লার' গ্রন্থের রচয়িতা হলেন-

ক. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘ. সৈয়দ মুজতবা আলী

৩০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন বাদ বা ইজম দ্বারা প্রভাবিত?

ক. রোমান্টিসিজম খ. ক্লাসিসিজম

গ. মার্কসিজম ঘ. পোস্ট মর্ডানিজম

৩১. প্রবোধকুমার কোন সাহিত্যিকের প্রকৃত নাম?

ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

খ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

গ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘ. বুদ্ধদেব বসু

৩২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচতি উপন্যাস কোনটি?

ক. জননী

খ. ময়ূরকণ্ঠী

গ. রাতের সমুদ্র

ঘ. অরণ্যের সুর

৩৩. 'পদ্মানদীর মাঝি' কার লেখা?

ক. মুনীর চৌধুরী

খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৪. 'পদ্মানদীর মাঝি' কার লেখা?

ক. মুনীর চৌধুরী

খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঘ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৫. 'পদ্মানদীর মাঝি' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি-

ক. উপন্যাস খ. ভ্রমণকাহিনি

গ. রম্যরচনা ঘ. নাটক

৩৬. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির প্রকাশকাল-

ক. ১৯৩৬ খ. ১৯১৩

গ. ১৯২৬ ঘ. ১৯৪৬

উত্তরমালা

০১	ক	০২	ঘ	০৩	খ	০৪	ক	০৫	ক	০৬	খ	০৭	ক	০৮	ক	০৯	খ	১০	ক,খ
১১	গ	১২	ঘ	১৩	গ	১৪	গ	১৫	গ	১৬	গ	১৭	ক	১৮	গ	১৯	খ	২০	খ
২১	খ	২২	ঘ	২৩	ঘ	২৪	খ	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	খ	২৮	ক	২৯	গ	৩০	গ
৩১	ক	৩২	ক	৩৩	খ	৩৪	খ	৩৫	ক	৩৬	ক								

Self Study

০১. কোনটি জসীমউদ্‌দীনের ভ্রমণকাহিনি?
ক. নক্সী কাঁথার মাঠ খ. যে দেশে মানুষ বড়
গ. পদ্মরাগ ঘ. ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনায়

০২. কোনটি জসীমউদ্‌দীনের কাব্য নয়?
ক. মাটির কান্না খ. মাটির মায়া
গ. হাসু ঘ. এক পয়সার বাঁশি

০৩. পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের উপন্যাস মোট কয়টি?
ক. একটি খ. দুইটি
গ. বারটি ঘ. চৌদ্দটি

০৪. জসীমউদ্‌দীনের নাটক কোনটি?
ক. রাখালী খ. বেদের মেয়ে
গ. মাটির কান্না ঘ. বোবা কাহিনি

০৫. কোনটি জসীমউদ্‌দীনের রচনা?
ক. গাজী মিয়াঁর বস্তানী
খ. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা
গ. ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান
ঘ. ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়

০৬. 'আসমানীরে দেখতে যদি তোমরা সবে চাও' পঙ্‌ক্তিটি কোন কবির লেখা?
ক. মোজাম্মেল হক খ. কাহিনী রায়
গ. জসীমউদ্‌দীন ঘ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

০৭. আসমানীরে দেখতে কোথায় যেতে হবে?
ক. জামালপুর খ. মধুপুর
গ. রসুলপুর ঘ. শেরপুর

০৮. কোন কবির নামানুসারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছাত্রাবাসের নামকরণ করা হয়েছে?
ক. জসীমউদ্‌দীন খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. সুফিয়া কামাল ঘ. গোলাম মোস্তফা

০৯. ছাত্রাবস্থায় রচিত কোন কবির কবিতা কলকাতার পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. জসীমউদ্‌দীন
গ. শামসুর রাহমান ঘ. নির্মলেন্দু গুণ

১০. 'কবর' কবিতার লেখক কে?
ক. মুনীর চৌধুরী খ. রজনীকান্ত সেন
গ. রওশন ইজাদারী ঘ. জসীমউদ্‌দীন

১১. 'কবর' কবিতা কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
ক. বালুচর খ. রাখালী
গ. ধানক্ষেত ঘ. সোজন বাদিয়ার ঘাট

১২. জসীমউদ্‌দীনের 'কবর' কবিতা রচনার সময়ে–
ক. স্কুলে পড়েন খ. কলেজে পড়েন
গ. বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন ঘ. আইন বিভাগে পড়েন

১৩. জসীমউদ্‌দীনের 'কবর' কবিতা কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়?
ক. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা খ. ধূমকেতু
গ. কল্লোল ঘ. কালি ও কলম

১৪. কবি জসীমউদ্‌দীনের 'কবর' কবিতার বিষয়বস্তু হলো–
ক. স্ত্রী বিয়োগের বেদনা বিলাপ
খ. প্রিয়জন হারানোর মর্মান্তিক স্মৃতিচারণ
গ. সন্তান হারানোর শোকগাঁথা
ঘ. বন্ধু বিচ্ছেদের করুণ কাহিনি

১৫. 'কবর' কবিতা কোন ছন্দে রচিত?
ক. স্বরবৃত্ত খ. মাত্রাবৃত্ত
গ. অক্ষয়বৃত্ত ঘ. ত্রিপদী

১৬. 'কবর' কবিতায় কয়টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে?
ক. ১৩টি খ. ৯৬টি
গ. ১০২টি ঘ. ১১৮টি

১৭. 'কবর' কবিতার দাদু কোন হাটে তরমুজ বিক্রি করতেন?
ক. গজনীর হাটে খ. শাপলার হাটে
গ. উজানতলীর হাটে ঘ. মেঘনার হাটে

১৮. 'এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ, পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।' পঙ্‌ক্তিটি কোন কবির রচনা?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. কবি জসীমউদ্‌দীন
গ. আবদুল কাদির ঘ. সুফিয়া কামাল

১৯. 'বাপের বাড়িতে যাইবার কালে কহিত ধরিয়া পা আমারে, দেখিতে যাইও কিন্তু উজান-তলীর গাঁ।' পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা কে?
ক. জসীমউদ্‌দীন খ. আবদুল কাদির
গ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. নবীনচন্দ্র সেন

২০. নিচের কোন কবি লোকসাহিত্য সংগ্রাহক ছিলেন?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. সমর সেন
গ. আবুল হোসেন ঘ. জসীমউদ্‌দীন

২১. জসীমউদ্‌দীনের রচনা কোনটি?

ক. যাদের দেখেছি খ. পথে-প্রবাসে

গ. কাল নিরবধি ঘ. ভবিষ্যতের বাঙালী

২২. 'পুতুল নাচের ইতিকথা' কার রচনা?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘ. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

২৩. 'দিবারাত্রির কাব্য' কার লেখা উপন্যাস?

ক. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

খ. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গ. ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

২৪. 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গ্রন্থটির রচয়িতা-

ক. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘ. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

২৫. 'আত্মহত্যার অধিকার' কার লেখা?

ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

খ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

গ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬. 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের রচয়িতা কে?

ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

খ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ. আবু জাফর শামসুদ্দীন

ঘ. শওকত ওসমান

২৭. 'দিবারাত্রির কাব্য' একটি-

ক. উপন্যাস খ. কবিতার বই

গ. বাড়ির নাম ঘ. নাটক

২৮. বাংলাদেশের চেতনা প্রবাহরীতির উপন্যাস কে লিখেছেন?

ক. জহির রায়হান খ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

গ. শওকত ওসমান ঘ. কায়েস আহমদ

২৯. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত নাটক কোনটি?

ক. নেমেসিস খ. তরঙ্গভঙ্গ

গ. আমলার মামলা ঘ. ওরা কদম আলী

৩০. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত নাটক কোনটি-

ক. মহাশ্মশান (নাটক)

খ. কাঁদো নদী কাঁদো (কাব্য)

গ. সোজন বাদিয়ার ঘাট (উপন্যাস)

ঘ. বহিপীর (নাটক)

৩১. 'নয়নচারা' কোন শ্রেণির রচনা?

ক. উপন্যাস খ. কাব্য

গ. গল্প ঘ. নাটক

৩২. 'সুড়ঙ্গ' নাটকটির রচয়িতা-

ক. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ খ. আসকার শাইখ

গ. শওকত ওসমান ঘ. শামসুল হক

৩৩. 'সূর্যগ্রহণ' গল্পটি কে রচনা করেছেন?

ক. শাহরিয়ার কবির খ. নুরুল মোমেন

গ. শওকত ওসমান ঘ. জহির রায়হান

৩৪. 'একুশের গল্প' প্রবন্ধটি কার লেখা?

ক. শামসুর রহমান খ. বেগম সুফিয়া কামাল

গ. শওকত ওসমান ঘ. জহির রায়হান

৩৫. 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রটির পরিচালক ছিলেন-

ক. চাষী নজরুল ইসলাম খ. আতাউর রহমান

গ. জহির রায়হান ঘ. সুভাষ দত্ত

৩৬. 'হাজার বছর ধরে' কোন ধরনের রচনা?

ক. উপন্যাস খ. ছোটগল্প

গ. আত্মজীবনী ঘ. রোজনামচা

উত্তরমালা

০১	খ	০২	খ	০৩	খ	০৪	খ	০৫	ঘ	০৬	গ	০৭	গ	০৮	ক,গ	০৯	খ	১০	ঘ
১১	খ	১২	খ	১৩	গ	১৪	খ	১৫	খ	১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	ক	২০	ঘ
২১	ক	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	খ	২৫	খ	২৬	ক	২৭	ক	২৮	খ	২৯	খ	৩০	ঘ
৩১	গ	৩২	ক	৩৩	ঘ	৩৪	ঘ	৩৫	গ	৩৬	ক								

Class Exam

০১. 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' কার লেখা?

ক. এস. ওয়াজেদ আলী

খ. আবুল হাসেম

গ. আবুল মনসুর আহমদ

ঘ. আবুল হুসেন

০২. মুনীর চৌধুরীর 'মুখরা রমণী বশীকরণ' একটি-

ক. উপন্যাস খ. ছোটগল্প

গ. প্রবন্ধ ঘ. অনুবাদ নাটক

০৩. ভাষা আন্দোলন বিষয়ক উপন্যাস কোনটি?

ক. আরেক ফাল্গুন

খ. জীবন ঘষে আগুন

গ. নন্দিত নরকে

ঘ. পিঙ্গল আকাশ

০৪. 'রাইফেল রোটি আওরাত' উপন্যাসের রচয়িতা-

ক. আনোয়ার পাশা

খ. জহির রায়হান

গ. সত্যেন সেন

ঘ. আবু জাফর শামসুদ্দীন

০৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' নামক উপন্যাসের উপজীব্য-

ক. মাঝি-মাল্লার সংগ্রামশীল জীবন

খ. চাষী জীবনের করুণচিত্র

গ. জেলে জীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখ

ঘ. চরবাসীদের দুঃখী জীবন

০৬. 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' গ্রন্থের প্রবন্ধকার কে?

ক. হাজী দানেশ

খ. মাওলানা আকরম খাঁ

গ. আবুল মনসুর আহমদ

ঘ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী

০৭. 'অপরাজিত' উপন্যাসের লেখক কে?

ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

খ. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যাপয়

গ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘ. শহীদুল্লা কায়সার

০৮. 'দেশে বিদেশে' বইটির লেখক কে?

ক. মুনীর চৌধুরী

খ. সৈয়দ মুজতবা আলী

গ. সৈয়দ শামসুল হক

ঘ. কবি আবদুল কাদের

০৯. লালসালু উপন্যাসের রচনাকাল কোনটি?

ক. ১৯৪৩ খ. ১৯৪৮

গ. ১৯৫১ ঘ. ১৯৭০

১০. 'সূর্য দীঘল বাড়ি' উপন্যাসটি লিখেছেন?

ক. আনিস চৌধুরী

খ. আবু ইসহাক

গ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঘ. মীর মশাররফ হোসেন

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি biddabari কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া এ্যাসাইনমেন্ট এর বাংলা অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।